Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আরবি ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রুখসানা পারভীন

রোলঃ 216020847

২৭ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আরবি ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রুখসানা পারভীন
রোলঃ 216020847

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "আরবি ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রুখসানা পারভীন, আইডিঃ 216020847 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " আরবি ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

রুখসানা পারভীন

আইডিঃ 216020847

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২৭ মে, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

আরবি ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব 6

ভূমিকা 6

কালজয়ী ভাষা আরবি 7

আরবি ভাষার ইতিহাস 7

ইসলাম ও আরবি ভাষা 8

আরবি ভাষার বিচিত্র বৈশিষ্ট্য 9

আন্তর্জাতিক আরবি ভাষা দিবস 12

আরবি ভাষার গুরুত্ব 13

কুরআনের জ্ঞান লাভের জন্য 13

মু'জিযা 16

হাদিসের জ্ঞান লাভের জন্য 16

শরিয়তের জ্ঞান লাভের জন্য 17

বিভ্রান্তি এড়ানোর জন্য 18

ইসলামী জীবনযাপনের জন্য 18

সামাজিক উন্নয়নের জন্য 18

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আরবি ভাষা 19

মুসলিম দেশ হিসেবে ধর্মীয় প্রয়োজনে 19

অধিক রেমিট্যান্স অর্জনের জন্য 20

কূটনৈতিক সম্পর্ক দৃঢ়করণের জন্য 20

ব্যবসায়িক সফলতা অর্জনে 21

মস্তিষ্কের ক্ষমতা ও স্মরনশক্তি বৃদ্ধির জন্য 21

মুসলিম সভ্যতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য 21

বিজ্ঞানের শিক্ষা লাভের জন্য.. 22
জ্যোতির্বিজ্ঞান জানার জন্য 23
শিল্প ও সৌন্দর্যের জ্ঞান লাভের জন্য 23
সাহিত্য ও সংস্কৃতির জ্ঞান লাভের জন্য 24
আরবী শিক্ষক হিসেবে কাজ করার জন্য 24
আরবী অনুবাদক হিসেবে কাজ করার জন্য 25
মধ্যপ্রাচ্যে পড়াশুনার জন্য 25
ইজতিহাদের জন্য.. 25
উম্মাহ্‌র পূনর্জাগরণের জন্য 27
আরবি ভাষায় দক্ষদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ.. 27
সিরাত থেকে আরবি ভাষা শেখার অনুপ্রেরণা 29
ঐতিহাসিকভাবে এ ভাষার অবহেলা ও এর পরিণাম.. 32
আরবি ভাষার গুরুত্ব ও বাংলাদেশ... 33
উপসংহার... 36
রেফারেন্স 38

আরবি ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব

ভূমিকা

আল্লাহতায়ালার একটি বিশেষ নিয়ামত ভাষা। ভাষার মাধ্যমে মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করে। মহান আল্লাহ সুবহানুতাআলা বলেন 'তাঁর আরও এক নিদর্শন হচ্ছে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। নিশ্চয় এতে জ্ঞানীদের জন্য নির্দেশনাবলী রয়েছে।' (সূরা রুমঃ২২) একে অপরের সাথে চিন্তা, ভাবনা ও যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম ভাষা। লিখিত হোক বা অলিখিত, ভাষাই মানুষের জন্য চিন্তা-চেতনা যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে প্রাচীনকাল হতে। ভাষা অবশ্যই আমাদের চিন্তা প্রক্রিয়ার অংশ নয় বরং এর ফলাফল। এ বিষয়টি Rational ও Empirical উভয় চিন্তার পদ্ধতি দ্বারাই প্রমাণ করা সম্ভব।[১] এটা আমরা বুঝতে পারি যখন আমরা দেখি বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে একই চিন্তা-চেতনা একই ভাবে বিরাজ করে কিন্তু তা প্রকাশ করার সময় বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করে।

ভাষা অনেকটা মানুষের মতোই। এর উদ্ভব হয়, বিবর্তন হয়, উন্নতি হয়, দূর্বলতা দেখা দেয় এবং কখনো কখনো ভাষার মৃত্যু তথা বিলুপ্তিও দেখা দিতে পারে। ভাষার উৎপত্তি মূলত কথ্য রূপে শুরু হয়, পরবর্তীতে তা লিখিত রূপে আসে এবং কোনো প্রতিষ্ঠিত ভাষার পন্ডিতগণ সাধারণত তখনই ভাষার নিয়মনীতি তথা ব্যকরণ রচনা করেন যখন তারা ভাষার বিকৃতির আশঙ্কা করেন।

পৃথিবীর প্রাচীনতম এবং বহুল প্রচলিত ভাষা হলো আরবী ভাষা। প্রায় ২৮০ মিলিয়ন মানুষ এই ভাষায় কথা বলে। উত্তর আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় ২২টি দেশের রাষ্ট্রভাষা আরবী। বর্তমানে আরবি ভাষা একটি আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই আরবি চর্চা শুরু হয়েছে। জাতি-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সবাই তা শিখছে। আরবি ভাষা শ্রেষ্ঠ একটি ভাষা। আরবি ভাষা প্রচার-প্রসারের দিক থেকে পৃথিবীর পঞ্চম শ্রেষ্ঠ ভাষা। প্রায় অনেক দেশেই দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে আরবি ভাষাকে শিক্ষা দান করা হচ্ছে। এ জন্য পৃথিবীব্যাপী আরবি ভাষা শেখার এক জোয়ার চালু হয়েছে। ড. রফায়েল বাত্তি বলেন, 'আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হলো, পৃথিবীতে এমন কোনো ভাষা নেই, যা আরবি ভাষার সঙ্গে টক্কর দেবে; চাই ভাব প্রকাশের দিক থেকে হোক বা বোঝা

ও অনুধাবনের দিক থেকে হোক।'[২] আরবি ভাষা সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভাষা। এ কথার স্বীকৃতি প্রাচ্যবিদরাও দিয়েছে। সুতরাং সব ভাষার মাঝে আরবি ভাষার রয়েছে সবচেয়ে উচ্চ ও উন্নত আসন।

কালজয়ী ভাষা আরবি

আরবি ভাষা কালজয়ী ভাষা। তাই কালের প্রবাহ কখনও এর মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে ক্ষুন্ন করতে পারেনি। এ ভাষা স্থিতিশীল ও গতিশীল। পৃথিবীর সব ভাষাতেই কোনো এক সময় এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন; কিন্তু আরবি ভাষা আল্লাহতায়ালার বিশেষ ব্যবস্থাপনায় রয়েছে অপরিবর্তনীয় ও অবিকৃত। মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রচার-প্রসার ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আরবি ভাষার রয়েছে বিরাট ভূমিকা ও অবদান। আর আরবি ভাষা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে। এ বৈশিষ্ট্য অন্য কোনো ভাষার নেই। এসব দিকে লক্ষ্য করে জাতিসংঘ ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭৩ সালে সাধারণ সভার ২৮তম অধিবেশনে আরবি ভাষাকে এর দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ২০১২ সালে জাতিসংঘের সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান বিষয়ক অন্যতম সংস্থা (ইউনেস্কো) এ দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে ১৮ ডিসেম্বরকে আন্তর্জাতিক আরবি ভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।[২, ৩] এরপর থেকেই বর্তমান বিশ্ব আরবি ভাষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাপকভাবে অনুধাবন করতে শুরু করেছে। তাই ইউরোপ-আমেরিকাসহ পৃথিবীর বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আরবি ভাষা শেখার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে।

আরবি ভাষার ইতিহাস

আরবি ভাষার একটি সমৃদ্ধ এবং জটিল ইতিহাস রয়েছে যা ১৫০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিস্তৃত। এটি একটি সেমেটিক ভাষা যা আরব উপদ্বীপে উদ্ভূত হয়েছিল এবং এখন বিশ্বব্যাপী ৪২০ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ কথা বলে। সেমেটিক ভাষাগুলি এমন ভাষা যা একটি প্রাচীন ভাষা থেকে নির্গত হয়েছে যা বহুকাল আগে কথিত। সেমিটিক ভাষাগুলি হল আরবি, হিব্রু, আমহারিক, ফোনিশিয়ান, আরামাইক এবং অ্যাসিরিয়ান। বেশিরভাগ সেমেটিক ভাষা বিলুপ্ত হয়ে গেছে ।

আরবি ভাষার প্রাচীনতম পরিচিত রূপ হল পুরাতন আরবি, যা খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বলা হত।[৪] প্রাচীন আরবি ছিল ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ কুরআনের ভাষা, যা খ্রিস্টীয় ৭ম

শতাব্দীতে নবী মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে অবতীর্ণ হয়েছিল। ইসলাম সমগ্র আরব উপদ্বীপে এবং এর বাইরে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে আরবি ভাষা বৃত্তি, বাণিজ্য এবং প্রশাসনের ভাষা হয়ে ওঠে।

ধ্রুপদী আরবি, আধুনিক স্ট্যান্ডার্ড আরবি এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক উপভাষা সহ আরবি ভাষা বিভিন্ন উপভাষায় বিকশিত হয়েছে। ধ্রুপদী আরবি, যা কুরআনিক আরবি নামেও পরিচিত, এটি কুরআনের ভাষা এবং ইসলামী বৃত্তি, সাহিত্য এবং কবিতায় ব্যবহৃত ভাষা।

৮ম থেকে ১৩ শতক খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইসলামী স্বর্ণযুগে আরবি বিজ্ঞান, দর্শন এবং সাহিত্যের ভাষা হয়ে ওঠে। এই ক্ষেত্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আরবি ভাষায় রচিত হয়েছিল, এবং সারা বিশ্ব থেকে পণ্ডিতরা বাগদাদ, কায়রো এবং কর্ডোবার মতো ইসলামিক বিশ্বের শিক্ষার কেন্দ্রগুলিতে অধ্যয়নের জন্য আসেন।

আরব ব্যবসায়ীরা এবং বিজয়ীরা মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে আরবি ভাষা তুর্কি, ফার্সি এবং উর্দুর মতো অন্যান্য ভাষার বিকাশ ও বিকাশকে প্রভাবিত করে। উপরন্তু আরবি সংখ্যা এবং দশমিক পদ্ধতি, যা ভারতীয় গণিতবিদদের দ্বারা বিকশিত হয়েছিল এবং ইসলামিক বিশ্বের মাধ্যমে পশ্চিমে প্রেরণ করা হয়েছিল, এখন সারা বিশ্বে ব্যবহৃত হয়।

ইসলাম ও আরবি ভাষা

আল্লাহ সুবহানুতাআলা বলেন, 'যদি আমি একে অনারব ভাষার কুরআন করতাম, তবে অবশ্যই তারা বলত, এর আয়াতসমূহ পরিষ্কার ভাষায় বিবৃত হয়নি কেন ? কি আশ্চর্য যে, কিতাব অনারব ভাষার আর রাসূল আরবিভাষী। বলুন, এটা বিশ্বাসীদের জন্য হেদায়েত ও রোগের প্রতিকার। যারা ঈমান আনয়ন করে না, তাদের কানে আছে ছিপি, আর কুরআন তাদের জন্যে অন্ধত্ব। তাদেরকে যেন দূরবর্তী স্থান থেকে আহ্বান করা হয়।' [হা মীম আস-সাজদাহ: ৪৪]

ইসলামের সাথে আরবি ভাষার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট। পবিত্র কুরআন আরবি ভাষায় মুহাম্মদ (সা)-এর উপর নাযিল হয়েছে । এতে কোনো বিদেশী শব্দ নেই। ওমর (রা.) বলেন, 'তোমরা আরবি শিক্ষা কর। কেননা, আরবি তোমাদের দ্বীনের অংশ।'[৫] তিনি আরও বলেছেন, 'তোমরা আরবি ভাষা শিক্ষা কর, তা জ্ঞান বৃদ্ধি করে।' ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহ.) বলেন, 'আরবি ভাষা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। তা শিক্ষা করা আবশ্যক। কেননা, কুরআন-

সুন্নাহ বোঝা আবশ্যক। আরবি বোঝা ছাড়া কুরআন-সুন্নাহ বোঝা যায় না। আর যার মাধ্যমে আবশ্যকীয় বিষয় জানা যায়, তা জানাও আবশ্যক।' আর-রিসালাহ্ গ্রন্থে ইমাম শাফেঈ' বলেন: "কুরআন এই দিক নির্দেশনা দেয় যে আল্লাহর কিতাবের কোনো অংশই আরবি ভাষার বাইরে নয়।" ইসলাম শিক্ষার মূল ভাষা আরবি। তাই এই ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব বোঝা যায় নবী করিম (সা.)-এর আমল থেকে। তিনি মদিনা মুনাওয়ারায় বদর যুদ্ধের বন্দীদের মধ্যে যারা লেখাপড়া জানা শিক্ষিত তাদের মুক্তিপণের বিনিময়ে অর্থসম্পদ না নিয়ে এর পরিবর্তে তাদের মুসলিম শিশুদের লেখাপড়া ও ভাষা শিক্ষার শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত করেছিলেন এবং ১০ জন সাহাবি সন্তানকে ভাষা শিক্ষাদানের বিনিময়ে তাদের এককেজনকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

এ ছাড়া রাসুলুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন সাহাবিকে বিভিন্ন বিদেশি ভাষা শিখতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর যাঁরা বিভিন্ন ভাষা জানেন, তাঁদের প্রশংসা করেছিলেন। ভাব প্রকাশের মাধ্যম হলো ভাষা। ভাষার অলংকৃত রূপ হলো সাহিত্য। সাহিত্যের বিশেষায়িত পর্ব হলো কবিতা বা 'শেয়ের'। যিনি কাব্য করেন, তিনি হলেন 'শায়ের'। আরবি ভাষার ব্যাকরণ মুসলমানদের হাতেই রচিত হয়।

অনারবদের কোরআন পড়তে সমস্যা হতো বিধায় হজরত আলী (রা.) তাঁর প্রিয় শিষ্য হজরত আবুল আসওয়াদ দুওয়াইলি (রহ.)-কে নির্দেশনা দিয়ে আরবি ভাষাশাস্ত্র প্রণয়ন করান, যা ইলমে নাহু ও ইলমে ছরফ নামে পরিচিত। পরবর্তী সময়ে উচ্চতর ভাষাতত্ত্ব ইলমে বায়ান, ইলমে মাআনি ও ইলমে বাদির উন্মেষ ঘটে।

আরবি ভাষার বিচিত্র বৈশিষ্ট্য

আরবি ভাষার শক্তি ও সৌন্দর্য অসাধারণ। এটি একটি অত্যন্ত চমৎকার ভাষা। এর কাঠামো অত্যন্ত দৃঢ়, সংগঠিত ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে খুবই জটিল। অনেক ভাষাবিদই এ চিন্তা করে হতবাক হন যে কিভাবে এ ভাষা প্রাকৃতিকভাবে উদ্ভব হলো। কোনো ভাষার শক্তি পরিমাপ করতে হলে সে ভাষার শব্দভান্ডার-এর পরিমান দেখতে হয়। ভাষার শব্দ যত বেশি তত বেশি শক্তিশালী সে ভাষা। আরবি ভাষা এক্ষেত্রে এগিয়ে অর্থাৎ এ ভাষার বিশাল শব্দ ভান্ডার রয়েছে।

আরবি ভাষায় অনেক শব্দ রয়েছে যা বিভিন্ন অর্থে প্রকাশ পায়। এ বৈশিষ্ট্য আরবি ভাষাকে আরো শক্তিশালী করেছে। অল্প কথায় বা বাক্যে অনেক অর্থ প্রকাশ আরবিতে যেমন সম্ভব

অন্য ভাষায় তেমন সম্ভব নয়। আরবিতে প্রবাদ রয়েছে ,উত্তম কথা হলো সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থপূর্ণ। কুরআন ও হাদীস এমনি সব সংক্ষিপ্ত অর্থপূর্ণ বাক্যে পরিপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ (সা)ও বলেছেন, 'আমাকে (جَوَامِعَ الْكَلِم) দেওয়া হয়েছে' অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত কথায় গভীর জ্ঞান দেবার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তাঁকে। এ ভাষার বর্ণনাশৈলী এত চমৎকার যে তা শ্রোতার কাছে ছবির মতো ধরা দেয় এবং পবিত্র কুরআনে এ রকম অসংখ্য আয়াত রয়েছে।

এ ভাষার এক অসামান্য সামর্থ্য রয়েছে অন্যান্য ভাষাকে গ্রাস করে ফেলার। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীগণ দাওয়াহ নিয়ে যে অঞ্চলেই গেছেন, কিছুদিনের মধ্যেই সে অঞ্চলের লোকজনের ভাষা সহজেই আরবিতে পরিনত হয়েছে। এর ফলে খিলাফতের অভ্যন্তরে অনেক অনারব আরবিতে অত্যন্ত পারদর্শী ব্যক্তিত্বে পরিনত হয়েছে। এমনকি আরবি ভাষার ব্যকরণের পথিকৃত সিবাওয়েও একজন অনারব ছিলেন। [৬] পরবর্তীতেও অনেক যুগ পর্যন্ত এ ধারা বজায় ছিল। কোনো অঞ্চলে অবহেলার কারণে এ ভাষা প্রতিষ্ঠা না হতে পারলেও সে অঞ্চলের বিদ্যমান ভাষার উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে গেছে এ ভাষা যা এখনও বিদ্যমান।

এ ভাষার আরো একটি সামর্থ্য হচ্ছে, এ ভাষা বিদেশী কোনো ভাষার শব্দকে আরবি শব্দতে রূপান্তর করতে পারে। এ ভাষায় শব্দ ও এর আরবি রূপান্তর নিয়ে ইজতিহাদ করার জন্য জ্ঞানের আলাদা শাখা রয়েছে।

আরবি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ও গভীর সাহিত্যরস সমৃদ্ধ একটি ভাষা। আরবি ভাষার শব্দসংখ্যা এক কোটি ২৩ লাখেরও বেশি। এ ভাষায় এত বেশি সমার্থবোধক শব্দাবলি রয়েছে, যা পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষায় দেখা যায় না। যেমন আরবিতে সিংহ বোঝাতে ৩৫০টি শব্দ, ‘উট’ বোঝাতে ২৫৫টি, ‘পানি’ বোঝাতে ১৭০টি শব্দ আছে। আল্লামা রাফেয়ি (রহ.) বলেন, ‘কোরআন আরবি ভাষায় এমন রীতিতে অবতীর্ণ হয়েছে, যা অল্প ও বিস্তর উভয় পরিমাণ সমালোচকদের অক্ষম করে দেয়। কেবল আলোর সঙ্গে কোরআনের তুলনা করা যেতে পারে। কেননা আলো খণ্ডিত হলেও তার প্রকৃতিতে যেমন কোনো পরিবর্তন আসে না, পবিত্র কোরআনও তেমনি।‘ (তারিখু আদাবিল আরবি : ২/৭৪)

শব্দাবলী ও সমার্থবোধক শব্দাবলীর দিক দিয়ে আরবি অভিধান সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী। একটি বড় আরবি অভিধানে প্রায় ১ মিলিয়নেরও বেশি শব্দ থাকে। কেননা আরবি হল শব্দের ব্যুৎপত্তির ভাষা। যেমন ফরাসি শব্দের সংখ্যা ২৫ হাজার, ইংরেজি শব্দের সংখ্যা ১ লক্ষ আর আরবি মূল অক্ষর বা মাদ্দাহভিত্তিক শব্দের সংখ্যা ৪ লক্ষ।

প্রসিদ্ধ আরবি অভিধান ‘লিসানুল আরব’ গ্রন্থে ৮০ হাজার মাদ্দাহভিত্তিক শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। যেগুলো হতে আরো অনেক শব্দ বের করা যাবে। (কওমী নিউজ, ৯ জানুয়ারি ২০১৬)

আরবি ভাষাতে সহজেই বিজ্ঞান ও শিল্পের প্রয়োজনে নতুন নতুন শব্দ ও পরিভাষা তৈরি করা যায়। ইসলামের প্রচারকেরা ৭ম শতাব্দীতে আরব উপদ্বীপের সীমানা ছাড়িয়ে এক বিশাল আরব সাম্রাজ্য গড়তে বেরিয়ে পড়েন এবং প্রথমে দামেস্ক ও পরে বাগদাদে তাঁদের রাজধানী স্থাপন করেন। এসময় ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী এক বিশাল এলাকা জুড়ে আরবি প্রধান প্রশাসনিক ভাষা হিসেবে ব্যবহার করা হত। ৯ম ও ১০ম শতকে বাগদাদে এক মহান বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন সম্পন্ন হয়। সেসময় বিশ্বের অপরাপর প্রাচীন ভাষা, বিশেষত গ্রিক ভাষার বহু প্রাচীন বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক লেখা আরবিতে অনুবাদ করা হয়। এগুলোতে আবার আরবি চিন্তাবিদেরা নিজস্ব চিন্তা সংযোজন করেন। পরবর্তীতে আরব স্পেনে এই জ্ঞানচর্চাই ইউরোপে মধ্যযুগের অবসান ঘটিয়ে রেনেসাঁসের সূচনা করেছিল। আরবিই ছিল ১১শ শতকে মনুষ্য জ্ঞানভান্ডারের বাহক ভাষা এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাচীন গ্রিক ও লাতিনের উত্তরসূরী। আরব সভ্যতা বলতে কেবল আরব জাতি বা ইসলামকে বোঝায় না; এই ভাষার মহিমা এই যে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর মানুষকে এটি আকৃষ্ট করেছিল। বিস্তীর্ণ আরব সাম্রাজ্যের নানা জাতের মানুষ আরবি ভাষার ছায়ায় এক বৃহত্তর সমৃদ্ধিশীল আরব সভ্যতার অংশ হিসেবে একতাবদ্ধ হয়েছিল। ৮ম শতক থেকে ১২শ শতক পর্যন্ত সংস্কৃতি, কূটনীতি, বিজ্ঞান ও দর্শনের সার্বজনীন ভাষা ছিল আরবি। ওই সময়ে যারা আরিস্টোটল পড়তে চাইত বা চিকিৎসাবৈজ্ঞানিক পরিভাষা ব্যবহার করতে চাইত বা গাণিতিক সমস্যার সমাধান খুঁজত বা যেকোন ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনায় অংশ নিতে চাইত, তাদের জন্য আরবির জ্ঞান ছিল অপরিহার্য।[৭]

১৭৯৮ সালে আরব বিশ্ব প্রথমবারের মতো পশ্চিমা বিশ্বের সাথে যোগাযোগের বৃহত্তর যুগে প্রবেশ করে এবং নতুন পশ্চিমা ধারণাগুলো প্রবাহের জন্য আরবি ভাষাকে বিংশ শতকের গোড়ার দিকে আধুনিকায়ন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ফলশ্রুতিতে আরবি ভাষার আঞ্চলিক একাডেমিগুলো ভাষার একটি সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু করে। সংস্কার প্রক্রিয়াটি প্রধানত ভাষার শব্দভান্ডার সম্প্রসারণ এবং ভাষাকে আধুনিক করা নিয়ে ব্যাপক কাজ করে। সংস্কার প্রক্রিয়ার পর আরবি ভাষা আধুনিক স্ট্যান্ডার্ড আরবি হিসাবে পরিচিতি লাভ করে।

বিশ্বজুড়ে আরবি ভাষা অন্যান্য অনেক ভাষাকে প্রভাবিত করেছে, বিশেষ করে মুসলিম সংস্কৃতি এবং মুসলিমরা যেসব দেশ জয় করেছিল সেগুলোর ভাষাকে। সর্বাধিক প্রভাবিত ভাষার মধ্যে কয়েকটি হলো ফার্সি, তুর্কি, হিন্দি, উর্দু, কাশ্মীরি, কুর্দি, বসনিয়ান, কাজাখ, বাংলা, মালয় (ইন্দোনেশিয়ান এবং মালয়েশিয়ান), মালদ্বীপ, পশতু, পাঞ্জাবি, আলবেনিয়ান, আর্মেনিয়ান, আজারবাইজানীয়, সিসিলিয়ান, স্প্যানিশ , গ্রীক, বুলগেরিয়ান, তাগালগ, সিন্ধি, ওড়িয়া, হিব্রু, হাউসা এবং আফ্রিকার কিছু কিছু ভাষা, যেমন: সোয়াহিলি, সোমালি। বিপরীতে অন্যান্য ভাষা থেকেও আরবি ভাষায় শব্দ এসেছে, যার মধ্যে রয়েছে আরামাইক, হিব্রু, ল্যাটিন, গ্রীক, ফার্সি এবং কিছুটা তুর্কি (উসমানী সাম্রাজ্যের কারণে), ইংরেজি এবং ফরাসি (লেভান্টে তাদের উপনিবেশের কারণে) এবং অন্যান্য সেমিটিক ভাষা, যেমন আবিসিনিয়ান।[৭]

আন্তর্জাতিক আরবি ভাষা দিবস

জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার পর থেকে এর দাফতরিক ভাষা ছিল পাঁচটি। ইংরেজি, ফ্রান্স, চীনা, রুশ ও স্প্যানিশ। আর বিশ্বের বিভিন্ন দিক থেকে বিশেষ ভূমিকা ও আরবি ভাষা ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেশি হওয়া সত্ত্বেও আরব নেতাদের আরবি ভাষা ব্যবহারের কোনো সুযোগ ছিল না। ভিনদেশী ভাষাতেই তাদের বক্তব্য প্রদান ও শ্রবণ করতে হতো। দাফতরিক কাগজপত্র আরবি থেকে অনুবাদ করে তা দাফতরিক ভাষায় উপস্থাপন করতে হতো। এ অবস্থা আরবদের জন্য ও বিশেষভাবে আরবি ভাষার জন্য ছিল লজ্জাজনক। তাই শুরু থেকেই আরব নেতারা এদিকটায় সজাগ ছিলেন। সর্বপ্রথম সৌদি আরব ও মরক্কো সরকার এ বিষয়ে কথা বলে। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৫৪ সালে ৪ ডিসেম্বর তাদের নবম অধিবেশনে ৮৭৮নং প্রস্তাবে আরবি ভাষায় লিখিত অনুবাদ প্রকাশের বৈধতা প্রদান করে এবং বছরে চার হাজার পৃষ্ঠা অনুবাদের একটি সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। সাথে সাথে এ শর্ত জুড়ে দেয়া হয় যে, অনুবাদের ব্যয়কৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট দেশকে বহন করতে হবে এবং নথি ও কাগজপত্র আরব এলাকার রাজনৈতিক ও আইন বিষয়ক হতে হবে।[৯]

১৯৬০ সালে ইউনেস্কো আরব দেশগুলোতে আরবি ভাষায় সভা সেমিনার ও জাতীয় সম্মেলন পরিচালনা এবং তাদের নিজস্ব নথিপত্র ও প্রচারপত্র আরবিতে প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৬৬ সালে ইউনেস্কোর সাধারণ সভাগুলোতে ভিন্ন ভাষা থেকে

আরবি ভাষায় এবং আরবি ভাষা থেকে ভিন্ন ভাষায় তাৎক্ষণিক অনুবাদের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পর্যায়ক্রমে ১৯৬৮ সালে অনুবাদের সাথে সাথে আরবি ভাষাকে ইউনেস্কোর সাধারণ সভা ও কর্ম পরিষদের কার্যকরি ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়।[৩]

এই ধারাবাহিকতার সাথে সাথে আরব বিশ্বের কূটনৈতিক চাপ ও চেষ্টা অব্যাহত থাকে। এতে সৌদি ও মরক্কো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। শেষ পর্যন্ত তারা ১৯৭৩ সালে আরবি ভাষাকে জাতিসঙ্ঘের সাধারণ সভার মৌখিক ভাষা হিসেবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাতে সমর্থ হয়। পরবর্তীকালে আরব লীগে তাদের ষাটতম অধিবেশনে এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, আরবিকে জাতিসঙ্ঘসহ তার অন্যান্য সংস্থাগুলোর দাফতরিক ভাষা করতে হবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৩ সালে জাতিসঙ্ঘের ২৮তম অধিবেশনে ৩১৯০ নং সিদ্ধান্তে আরবি ভাষাকে জাতিসঙ্ঘ ও তার সংশ্লিষ্ট সংস্থার দাফতরিক ভাষার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। ২০১২ সালের অক্টোবরে ইউনেস্কোর নির্বাহী পরিষদের বৈঠকের ১৯০তম অধিবেশনে ১৮ ডিসেম্বরকে 'আন্তর্জাতিক আরবি ভাষা দিবস' ঘোষণা করা হয় এবং এরপর থেকে সেই দিনটি 'আন্তর্জাতিক আরবি ভাষা দিবস' হিসেবে পালিত হচ্ছে। আরবি ভাষা বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে সৌদিসহ অন্য আরব দেশগুলো বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে।

আরবি ভাষার গুরুত্ব

কুরআনের জ্ঞান লাভের জন্য

আরবি ভাষা কুরআন ও হাদিসের ভাষা। কুরআন সম্পূর্ণ রূপে বুঝতে হলে আরবী ভাষা জানতেই হবে। এই ভাষা না জানা থাকলে শুধু অনুবাদ পড়ে কখনোই আল্লাহতাআলার বাণী উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। কুরআন মুখস্থ করাও সহজ হয়ে যায় যখন আরবী ভাষা জানা থাকে। আল্লাহ সুবহানু তাআলার সাথে সরাসরি যোগযোগ স্থাপন করা এবং জীবনের সব ক্ষেত্রে কুরআনের ইলম প্রয়োগ করা সহজ হয়ে যায়। আল্লাহ সুবহানুতাআলা বলেন "এবং আমি অবশ্যই কুরআনকে মুখস্থ করার জন্য সহজ করে দিয়েছি, সুতরাং কেউ কি আছে যে মুখস্থ করবে?' (সূরা আল-ক্বামার ৫০:৪০)

আরো কিছু আয়াতে পবিত্র কুরআন আরবি ভাষায় নাজিল হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানুহ তাআলা বলেন –

১) আলিফ-লাম-রা এইগুলো সুস্পষ্ট কিতারের আয়াত। এটি আমিই অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় কোরআন, যাতে তোমরা বুঝতে পার। (সূরা: ১২ ইউসুফ, আয়াত: ১,২)

২) বিশ্বস্ত রূহ একে নিয়ে অবতরন করেছে। আপনার হৃদয়ে, যাতে আপনি ভীতি প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভূক্ত হন। সুস্পষ্ট আরবি ভাষায়। (সূরা শু'আরা: ১৯৩-১৯৫)

৩) এমনিভাবে আমি এ কুরআনকে আরবি নির্দেশরূপে নাযিল করেছি। (সূরা রাদ: ৩৭)

৪) এমনিভাবে আমি আপনার প্রতি আরবি ভাষায় কুরআন নাযিল করেছি। (সূরা শুরা: ৭)

৫) আরবি ভাষায় এ কুরআন বক্রতামুক্ত, যাতে তারা সাবধান হয়ে চলে। (সূরা যুমার: ২৮)

৬) এবং এ কুরআন পরিষ্কার আরবি ভাষায়। (সূরা নাহল: ১০৩)

৭) এই রূপেই আমি কোরআনকে অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় এবং তাতে বিশদভাবে বিবৃত করেছি সতর্কবাণী যাতে তারা ভয় করে অথবা এটা হয় তাদের জন্য উপদেশ। (সূরা তা-হা :১১৩)

উমর (রা) বলেন, "আরবি শেখ কারণ এটি তোমাদের দ্বীনের অংশ"।[১০] তিনি আরো বলেছেন, "কারো কুরআন পড়া উচিত নয় ভাষার জ্ঞান ছাড়া"। উবাই বিন কা'ব (রা) বলেছেন, "আরবি ভাষা শেখ ঠিক যেভাবে তোমরা কুরআন হিফজ করা শেখ"। [১১]

আরবি ভাষা আল্লাহ সুবহানুতাআলা এবং আমাদের মাঝে কোনো আয়োজক বা তরজমাকারীর প্রয়োজনকে নাকচ করে দেয়। অন্যভাবে বলা যায় আরবি ভাষার জ্ঞান আমাদেরকে সরসরি কুরআন এবং সুন্নাহ শোনা ও বোঝার ব্যবস্থা করে দেয়। কুরআন শুধুমাত্র এর অর্থগত অনুবাদের নাম নয়। বরং এটি প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা শব্দের অর্থের সমষ্টি হিসেবে বিবেচ্য। এর অর্থ হলো, একটি অনুবাদ কুরআনের আসল অর্থের যতই কাছাকাছি হোকনা কেনো, সেটি কখনোই কুরআনের সমতুল্য হবে না যা হচ্ছে মহাজাগতিক এবং আল্লাহর অসৃষ্ট বাণী। একটি অনুবাদ সর্বোচ্চ যা হতে পারে তা হলো অনুমান। অর্থাৎ মানুষ কুরআনের অর্থ সম্পর্কে যতটুকু অনুমান করতে পারে। এই অনুমানও হচ্ছে সীমাবদ্ধ যা কখনোই মহান আল্লাহর অসীম বাণীর পরিপূরক হতে পারেনা। আল্লাহর এই আয়াতকে একটু বিবেচনা করে দেখুন। আল্লাহ বলেন, “বলুন (হে মুহাম্মাদ (সাঃ), যদি সমুদ্রগুলো কালি হতো আপনার রবের বাণী লেখার উদ্দেশ্যে তবে তা ফুরিয়ে যেত আপনার রবের বাণী লিখে শেষ করার পূর্বেই। যদিও এর সাথে আরো সমুদ্র যোগ করা হয়।” (সূরা কাহফ ১৮:১০৯)। আল্লাহ আরো বলেন, ‘যদি পৃথিবীর গাছগুলো কলম হতো এবং সমুদ্রগুলো (কালি হতো), এবং আরো সাত সমুদ্র এর সাথে যোগ করা হতো তবুও আল্লাহর বাণী লিখে শেষ হবেনা। নিশ্চই আল্লাহ সর্বশক্তিমান, মহাজ্ঞানী।‘ (সূরা লুক্বমান ৩১:২৭) উপরন্তু অনুবাদের উপরে নির্ভরশীল হওয়ার (যা নিজেই ত্রুটিপূর্ন কারণ

মানুষ তার অনুমান অনুযায়ী অনুবাদ করছে) অর্থ হলো একজন ব্যক্তি সর্বদাই কুরআনের সত্যিকারের প্রভাব, ঐশ্বর্য এবং অনবদ্য মাধুর্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কুরআনের নিছক অনুবাদ মানুষের চোখকে অশ্রুসিক্ত করে না। বরং অন্তরে কাঁপুনি জাগানো শব্দগুলো এবং অর্থের পরিপূর্ণ মাধুর্য মানুষের চোখে অশ্রু বয়ে আনে।

সর্বশক্তিমান এবং মহাবিজ্ঞ আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর পূর্ব, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সমস্ত ভাষাগুলো থেকে আরবিকে একচ্ছত্রভাবে বেছে নিয়েছেন সৃষ্টিজগতের কাছে তার বাণী পৌছানোর মাধ্যম হিসেবে। কুরআন অন্যান্য সমস্ত বস্তু থেকে অনন্য এবং শ্রেষ্ঠ। অনেক আলেমই এর কারণ হিসেবে এর ভাষাকেই গণ্য করতেন। এমনকি আরবি অলঙ্কারশাস্ত্র গড়েই উঠেছে কুরআনের বিশেষ বিশেষ দিকগুলো আলোচনার উদ্দেশ্যে। এই শাস্ত্র নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করে যে কুরআন বাগ্মীতা ও অলঙ্কারবিদ্যার সর্বোচ্চ চূড়ার প্রতিচ্ছবি বহন করে। এটি রচনাশৈলীর দিক থেকে অতুলনীয় এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তবে কুরআনের এই রচনাশৈলীর সমাদর করার জন্য আগে থেকেই জানা দরকার আরবি ভাষার জ্ঞান। তাই যারা আরবি ভাষা শেখেনি তারা চিরকাল কুরআনের রচনাশৈলী ও সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত হবে।

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'তোমরা কুরআন ও ফারায়েজ (উত্তরাধিকার আইন) শিক্ষা করো এবং মানুষদেরকে শিক্ষা দাও কেননা আমাকে উঠিয়ে নেয়া হবে।' (সূনান আত-তিরমিযি) তাই আমাদের কর্তব্য আল-কুরআন ও ইলমে ফারায়েজ (উত্তারাধিকার আইন) শিক্ষা করা এবং এর আলোকে জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্র পরিচালনা করা। আল-কুরআন শিক্ষা সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত। আল-কুরআন অধ্যয়ন করা, কুরআন জানা-বোঝার চেষ্টা করা পৃথিবীর সকল কাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাজ। কারণ এ কুরআনের মধ্যে রয়েছে মানুষের জীবন পরিচালনা পদ্ধতি, হিদায়াতের সঠিক পথ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে কেহ মসজিদে গিয়ে কুরআনের দুইটি আয়াত কেন শিক্ষা লাভ করে লয় না? কুরআনের দুইটি আয়াত শিক্ষা করা দুইটি উট অপেক্ষা অধিক ভাল। এইরূপে তিনটি আয়াত তিনটি উট অপেক্ষা এবং চারটি আয়াত চারটি উট অপেক্ষা অধিক ভাল। এমনিভাবে যত সংখ্যক আয়াত হবে, তত সংখ্যক উট হতে অধিক ভাল।" এই অত্যন্ত মূল্যবান কুরআন পড়ার জন্য আরবি ভাষা জানা অত্যাবশ্যক।

মু'জিযা

আরবি ভাষায় মোট ২৯ টি হরফ। এই হরফগুলো ও এর দ্বারা গঠিত শব্দ দিয়েই পৃথিবীতে পবিত্র কুরআন নাযিল হয়। আমরা জানি, কুরআন একটি মু'জিযা যা মানবজাতির জন্য একটি চ্যালেঞ্জস্বরূপ। অন্যান্য নবী-রাসূলদের মু'জিযার সাথে কুরআনের পার্থক্য হচ্ছে, অন্যান্য নবী-রাসূলদের সময় শেষ হলে তাদের মু'জিযারও সমাপ্তি ঘটত, কিন্তু কুরআন একটি চলমান মু'জিযা যার সমাপ্তি হয়নি। যদিও কুরআনের মু'জিযা হওয়াটা আমাদের কাছে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে প্রমাণিত।[১] কিন্তু এ বিষয়টি শুধু জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ, অভিজ্ঞতা দ্বারা নয় । একমাত্র আরবি ভাষা শেখা ছাড়া এ অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি অর্জন করা সম্ভব নয়।

হাদিসের জ্ঞান লাভের জন্য

আরবি ভাষা দ্বীন ইসলামের ভাষা এবং দ্বীন ইসলামের অংশ। রাসুল (সা.) এ ভাষায় কথা বলেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তোমরা আরবিকে তিনটি কারনে ভালোবাসোঃ আমার ভাষা আরবি, আল কুরআনের ভাষাও আরবি এবং জান্নাতের ভাষাও হবে আরবি (বায়হাকী -১৩৬৪)। উমর (রা) আবু মূসা আশ'আরী (রা)-কে চিঠিতে লিখেছিলেন, "সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন ও আরবির জ্ঞান অর্জন কর এবং কুরআন আরবিতে অধ্যয়ন কর কারণ এটা আরবি।" আরেকটি বর্ণনায় উমর (রা) বলেন, "আরবি শেখ কারণ এটি তোমাদের দ্বীনের অংশ"।

শাইখ তাকী (রহ) বলেন, "ঈমান ও আহকাম বোঝার বিষয়টি ইসলামে দুটি ভিন্ন বিষয়। ইসলামে ঈমান প্রতিষ্ঠিত হয় বুদ্ধিবৃত্তি বা আকলী দলীল দ্বারা। যাতে করে কোনো সন্দেহের অবকাশ না থাকে। কিন্তু আহকাম বোঝার বিষয়টি শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির উপর নির্ভর করে না, বরং আরবি ভাষা জানার উপর হুকুম বের করে আনার যোগ্যতা, দূর্বল হাদীস হতে সহীহ হাদীস পৃথক করার উপরও নির্ভর করে।" [১২]

ইমাম শাফেঈ' আরবি ভাষার জ্ঞান থাকাকে ফরজে আইন মনে করতেন এবং তিনি তাঁর আরব ছাত্রদের আরবি ভাষা ভালোভাবে রপ্ত করার তাগিদ দিতেন। তিনি বলতেন, ‘নিশ্চয়ই আমি জ্ঞান অন্বেষনকারীদের ব্যপারে এই ভয় পাই যে তারা আরবি ভাষার নাহু (ব্যকরণ) সঠিকভাবে জানবে না এবং এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সেই হাদীসের (বাস্তবতার) মধ্যে প্রবেশ করবে, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করল, সে যেন

(জাহান্নামের) আগুনের মধ্যে তার আসন খুজে নেয়'।' ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ একই মত পোষন করতেন। তার মতে যেহেতু একজন মুসলিমের জন্য কুরআন সুন্নাহ বোঝাটা আবশ্যক সেহেতু "অত্যবশ্যকীয় কিছু পালন করার জন্য যা প্রয়োজন তাও অত্যাবশ্যক" এই নীতি অনুযায়ী আরবি ভাষা শেখাও আবশ্যক। তিনি আরো বলতেন, "আরবি ভাষা ইসলাম ও এর অনুসারীদের প্রতীক এবং যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি দ্বারা জাতিসমূহ নিজেদের পৃথক করে ভাষা তাদের মধ্যে অন্যতম।" [১৩]

আরবি ভাষায় ধর্মীয় প্রভাব প্রসঙ্গে হযরত শাফেঈ রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন 'আরবি ভাষা অর্জন না করার কারণে লোকজন মূর্খ হয়েছে এবং বিভিন্ন মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে। যদি তারা ভালোভাবে আরবি জানতো তাহলে ধর্মীয় বিষয়ে সংশয়, সন্দেহ ও মতবিরোধ এমনিতেই নিঃশেষ হয়ে যেতো । বিখ্যাত বুজুর্গ হযরত হাসান বসরি রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন 'বিদআ'ত সৃষ্টির অন্যতম কারণ হচ্ছে আরবি ভাষা ভুলে যাওয়া। মানুষকে অনারব ভাষা ধ্বংস করে দিয়েছে।'

তাই বিভিন্ন হাদিসগ্রন্থের প্রকৃত জ্ঞান লাভের জন্য এবং আমল করার জন্য আরবি ভাষা জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শরিয়তের জ্ঞান লাভের জন্য

ইসলামী শরিয়ত সম্পর্কিত জ্ঞানসমূহ ভালোভাবে আয়ত্ব করতে হলে অবশ্যই ভালোভাবে আরবি ভাষা জানা জরুরি। মানুষ কে বিভিন্ন সময় নানান মাসআলার সম্মুখীন হতে হয় । এ সকল মাসআলা-মাসায়েলের সঠিক ব্যাখ্যাদানের জন্য আল-কুরআন ও আল-হাদিস বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আরবি ভাষা ভালোভাবে আয়ত্তের মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে আল-কুরআন ও আল-হাদিসকে বিশ্লেষণ করে মতামত দেয়া সম্ভব এবং এর প্রত্যক্ষ অনুবাদ ও ভাবার্থ জানা সম্ভব। নতুবা ভুল ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ হবার সম্ভাবনা থাকে।

ন্যায় বিচার, সুদ, চরিত্র, মজলিসের শিষ্টাচার, অন্যের হক বা বান্দার হক, চুরির শাস্তি, লুটতরাজ ও ডাকাতির শাস্তি, অপবাদ রটানোর শাস্তি ও পরিণাম, যিনার শাস্তি, শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক নির্যাতন,সঠিক মাপ ও ওজন, সৎকর্মের আদেশ, অসৎ কর্মের নিষেধ ইত্যাদি বিবিধ বিষয়গুলো আরবি ভাষায় বর্ণিত হয়েছে, তাই আরবী ভাষার জ্ঞান ছাড়া এই সকল বিষয়ে সঠিক বিধান জানা একেবারেই অসম্ভব।

বিভ্রান্তি এড়ানোর জন্য

আরবি ভাষায় দক্ষতা লাভ করলে অনেক বিষয়েই বিভ্রান্তি এড়ানো সম্ভব। যদিও শাস্ত্রীয় বিষয়গুলোর জন্য আলিমদের শরনাপন্ন হওয়া প্রয়োজন। নিজের আরবি জ্ঞান থাকলে কুরআন, হাদিস, শরীয়াহ, ফিকহ ইত্যাদি সম্পর্কে পড়াশুনা করা সহজ হবে। তবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে এই সকল বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন সম্ভব।

ইসলামী জীবনযাপনের জন্য

মুসলিমদের দৈনন্দিন জীবনাচরণে আরবি উচ্চারণ বা পাঠের কোন বিকল্প নেই । গুরুত্বপূর্ণ সব ইবাদতের মাধ্যম হলো আরবী ভাষা। আমরা সালাত আদায় করি আরবি ভাষায়। আর আরবি ভাষা বিশুদ্ধভাবে পাঠ না করতে পারলে কোন ইবাদত কবুল হয় না এমনকি গুনাহগার হতে হয়। ইসলামের রোকন পাঁচটি যেমনঃ বিশ্বাস, নামাজ, রোজা, হজ্ব ও যাকাত। এ ইবাদতগুলো কোনটি মানসিক, কোনটি শারীরিক আবার কোনটি আর্থিক। কিন্তু এ সবগুলোর ধারন, লালন, পালনে আরবি ভাষার প্রভাব রয়েছে। আরবি ভাষা না জানলে এর সঠিক বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

সামাজিক উন্নয়নের জন্য

সামাজিক উন্নয়নে আরবী ভাষার অনেক প্রভাব আছে। জাহেলি যুগে আরবের সামাজিক পরিস্থিতি ছিল ভয়াবহ। মদ, জুয়া, নারী, গোত্রীয় যুদ্ধ, বহু বিবাহ, কন্যা সন্তান হত্যা, আধিপত্যের লড়াইয়ে ইত্যাদি ছিল নিয়মিত। আল্লাহ সুবহানুতাআলা প্রিয় নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর পবিত্র কুরআন নাজিল করে প্রতিটি বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই অনুযায়ী কাজ করে সমাজের প্রতিটি স্তরের পুনর্বিন্যাস করেন যা সব যুগেই অনুকরনীয় এবং অনুসরনীয়। আরবি ভাষায় অবতীর্ণ পবিত্র কুরআন এবং হাদিসের জ্ঞান লাভ করে মানুষ অনেক অজানাকে জানতে পারে এবং সুস্পষ্ট নির্দেশনা লাভ করে।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আরবি ভাষা

পৃথিবীর সকল মানুষকে মনের ভাব প্রকাশের জন্য কথা বলতে হয়। কথা বলার জন্য কোন না কোন ভাষার আশ্রয় নিতে হয়। এ ভাষাগুলোর মধ্যে আরবি ভাষা অন্যতম। বর্তমান বিশ্বের প্রায় ৫০০ মিলিয়ন মানুষ আরবিতে কথা বলে। অর্থাৎ ৫০০ মিলিয়ন মানুষ তাদের পারিবারিক ও সামাজিক কার্যক্রম থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক বহুমুখী সেক্টরে আরবি ভাষার ব্যবহার করে থাকেন। সুতরাং বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় আরবি অত্যন্ত প্রভাবশালী ভাষা তদবিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় আরবি ভাষা ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

- তোমরা জমিনে বিশৃংখলা করো না ।
- তোমরা আল্লাহকে ভয় করো ।

মুসলিম দেশ হিসেবে ধর্মীয় প্রয়োজনে

বাংলাদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি দেশ। তাই দৈনন্দিন ধর্মীয় প্রয়োজনে আরবি ভাষাশিক্ষা ও চর্চার গুরুত্ব স্বাভাবিকভাবেই বেশি। নামাজ পড়া, কুরআন তিলাওয়াত ও দোয়া পাঠ করা এবং কুরআন, হাদিস, তাফসির (কুরআনের ব্যাখ্যা) ও ফিকহর (ইসলামি আইন) বিধিবিধান সঠিকভাবে জানার জন্য আরবি ভাষা শিক্ষার বিকল্প নেই। ইসলামের বিশুদ্ধ ও মৌলিক জ্ঞান সবই আরবি ভাষায় লিখিত ও রচিত। এ ছাড়া সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশ, অত্যাধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির আবির্ভাব এবং পৃথিবীতে মানুষের জীবনাচরণ পরিবর্তনের ফলে আমাদেরকে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন বিষয় সম্পর্কে গবেষণালব্ধ ইসলামের বিধিবিধান জানার মুখাপেক্ষী হতে হয়। আধুনিক যুগ সমস্যার সমাধানকল্পে প্রতিষ্ঠিত বেশির ভাগ ফিকহ একাডেমি ও ইসলামি আইন গবেষণা কেন্দ্র আরব দেশগুলোতে অবস্থিত। এখান থেকেই সাধারণত নতুন নতুন বিষয়ে ইসলামীকরণের যথার্থ ব্যাখ্যা এসে থাকে। তাই ইসলামের সব বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান অর্জনের তাগিদে তথা ধর্মীয় প্রয়োজনে আরবি ভাষা চর্চা একান্তই জরুরি।

অধিক রেমিট্যান্স অর্জনের জন্য

এ দেশের শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি বৈদেশিক মুদ্রা বা রেমিট্যান্স আসে সৌদি আরবসহ আরবি ভাষাভাষী দেশ থেকে।[৯] প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে অসংখ্য মানুষ আরবদেশগুলোতে পাড়ি জমাচ্ছে। কিন্তু তারা পেশাগতভাবে আরবি ভাষায় দক্ষ না হওয়ায় যথার্থ বেতনভাতা ও নানাবিধ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ভারত-পাকিস্তানের মতো আমাদের দেশেও যদি সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিদেশগামী জনশক্তিকে ভাষাগত দক্ষতাসম্পন্ন করে রফতানি করা যেত, তাহলে তারা আরো অধিক বেতন ও নানা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারত। দেশে আরো অধিক পরিমাণে রেমিট্যান্স আসত। এজন্য জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থেই দেশে আধুনিক আরবি ভাষা চর্চার ব্যবস্থা করে এ ভাষায় দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা প্রয়োজন।

কূটনৈতিক সম্পর্ক দৃঢ়করণের জন্য

আরব দেশগুলোর সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক সুদৃঢ়করণে আধুনিক আরবি ভাষা চর্চার ব্যাপক ও সুদূর পরিকল্পনা থাকা দরকার। কারণ আরবদেশগুলো আমাদের দেশের ধর্মীয়, সামাজিক ও উন্নয়নমূলক বিভিন্ন খাতে প্রচুর আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকে। বন্যা, সিডর, আইলা ও বিভিন্ন দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে আমরা আরবদেশগুলো থেকেই সবচেয়ে বেশি অনুদান পেয়ে থাকি। অপর দিকে অনেক আরব দেশ আমাদের চেয়ে রাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি ও তথ্যপ্রযুক্তিতে বহু ধাপ এগিয়ে গেছে। দক্ষ আরবিভাষী হয়ে কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদারকরণের মাধ্যমে আমরা তাদের কাছ থেকে সহজে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন পর্যায়ে উন্নয়নের রূপরেখা ও তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক নানা দিকনির্দেশনা গ্রহণ করতে পারি।[১৪]

ব্যবসায়িক সফলতা অর্জনে

ইসলাম আগমনের বহু বছর আগে থেকেই এ দেশের সাথে আরবদেশের বাণিজ্যিক সুসম্পর্ক ছিল এবং এখনো আছে। এ সম্পর্ককে আরো জোরদার করার জন্য আধুনিক আরবি ভাষা চর্চার বিকল্প নেই। কারণ আরবেরা ব্যবসায়িক কার্যক্রমসহ সব ক্ষেত্রে আরবি ভাষা ব্যবহারকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এ ছাড়া আরবি ভাষা বর্তমান বিশ্বে ট্রেড ল্যাংগুয়েজ হিসেবে পরিচিতি পাওয়ায় অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী বিশাল ভূখণ্ডের আরব বিশ্বে ব্যবসায়িক সফলতা অর্জনের জন্য আরবি ভাষা চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম।

মুসলিম অধ্যুষিত বিশাল জনসংখ্যার এ দেশে সরাসরি আধুনিক আরবি ভাষা শিক্ষা ও চর্চার জন্য সরকারের তেমন কোনো ভূমিকা নেই বললেই চলে। যদিও এ দেশে সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত আলিয়া মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি পড়ানো হয়, তবুও এসব প্রতিষ্ঠানের প্রতি আরবি বিশেষজ্ঞ সরকারি কর্মকর্তাদের নজর না থাকায় এবং শিক্ষাব্যবস্থায় পেশাগত আধুনিক আরবির বিষয়াবলি সিলেবাসভুক্ত না করায় এসব প্রতিষ্ঠান থেকে আধুনিক আরবি ভাষায় যোগ্য জনশক্তি তৈরি হচ্ছে না। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমেও এ দেশে আধুনিক আরবি ভাষা চর্চার পথকে সুগম করতে পারে।

মস্তিষ্কের ক্ষমতা ও স্মরনশক্তি বৃদ্ধির জন্য

বর্ণিত আছে যে, সাইদিনা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: ‘আরবি ভাষা শিখুন, কেননা এটি বুদ্ধিমত্তাকে শক্তিশালী করে এবং একজনের মহৎ আচরণ (আল-মুরুআহ) বৃদ্ধি করে।’[১৫] গবেষণা করে দেখা গেছে যে, দ্বিভাষী ও বহুভাষীগণ ভাবের আদানপ্রদানে বেশি দক্ষ হয়ে থাকেন। একাধিক ভাষায় দক্ষ হলে স্মরণশক্তি ও চিন্তাশক্তি বাড়ে।

মুসলিম সভ্যতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য

মুসলিম সভ্যতা যখন তার স্বর্ণযুগের শীর্ষে, তখন বিজ্ঞান, কবিতা, সাহিত্য, রাজ্যচালনা ও শিল্পের ভাষা হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছিল আরবি ভাষাকেই। এই কারণেই অধিকাংশ গ্রীক, রোমান এবং বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যের অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থকে আরবিতে অনুবাদ করার একটি বৃহত্তর কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছিল। এর ফলে সমসাময়িক বিশ্বে আরবি ভাষার গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়েছিল।

আট শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে একাদশ শতাব্দীর শেষ অবধি আরবি ছিল মানবজাতির অন্যতম বৈজ্ঞানিক, প্রগতিশীল ভাষা। আরবি ভাষায় অনুবাদ সংক্রান্ত কাজের মান ও সম্ভার এতটাই উন্নত ছিল যে বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমের দেশগুলি গভীর জ্ঞানলাভের জন্য গ্রীক ভাষার পরিবর্তে আরবি ভাষায় অনূদিত সম্ভারেরই আশ্রয় নিত। আরবি ভাষা মুসলিম সভ্যতায় সৃজনশীলতার এবং সন্ধানের স্বর্ণযুগের সময় সর্বজনীন ভাষা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

বিজ্ঞানের শিক্ষা লাভের জন্য

এক হাজার বছরেরও আগে ইউরোপে মধ্যযুগ ছিল। পশ্চিমের জ্ঞানপিপাসু বিজ্ঞানী ও পণ্ডিতদের ক্রমাগত অন্বেষণের ফলে ঘটেছে নিত্যনতুন আবিষ্কার ও গবেষণা। দার্শনিক এবং সাহিত্যিকদের নিত্যনতুন ভাবনা ও রচনা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল দেশ-দেশান্তরে। এই কারণে সেই সময়কে আজও মানবজাতি উদ্ভাবনের স্বর্ণযুগ হিসেবে মনে রেখেছে। এই প্রবণতা তখন তুঙ্গে যখন বিভিন্ন রচনা ও সাহিত্য ইত্যাদির জনপ্রিয়তা এমন স্তরে পৌঁছেছিল যে, গ্রীক, রোম, চীন, পার্সিয়া, ভারত এবং আফ্রিকার মতো দূর-দূরান্তের দেশ থেকে প্রাচীন জ্ঞানসম্ভার আনিয়ে তা আরবি ভাষায় অনুবাদ করে সংগ্রহ করার কাজ শুরু হয়েছিল। আর এই কাজে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন বাগদাদের তৎকালীন শাসকরা। ফলে আরব তখন এমন এক সংগ্রহশালায় পরিণত হয়েছিল যেখানে বিশ্বের নানা প্রান্তের সেরা বৈজ্ঞানিক কাজগুলির আরবি অনুবাদ মজুত ছিল। এই কারণে আরব হয়ে উঠেছিল বিদ্যানুরাগী ও পণ্ডিতদের পীঠস্থান। এই তালিকায় রয়েছেন ইবন আল-হাইথাম, আল-সুফি, ইবন সিনা, আল-রাজী, আল-খাওয়ারিজমি, আল-কিন্দি, আল-জাহিজ, আল-মাহামিলিয়ার মতো বিখ্যাত পণ্ডিতরা।[১৬] এই সৃজনশীল আধুনিক যুগে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। এবং তাঁদের প্রত্যেকের যুগান্তকারী কাজ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপর স্থায়ী প্রভাব ফেলেছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞান জানার জন্য

মুসলিম সভ্যতার আমলে বিজ্ঞানের যে শাখায় বিপুল অগ্রগতি হয়েছিল তার মধ্যে একটি হল অ্যাস্ট্রোনমি বা জ্যোতির্বিজ্ঞান। এই আমলের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরাই প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন যে, আমাদের ছায়াপথের বাইরেও তারামণ্ডল রয়েছে। চাঁদের গতির তৃতীয় বৈষম্যও এই সময়েই আবিষ্কৃত হয়েছিল।[১৬] এই সময়েই এমন কিছু যুগান্তকারী যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল, যা আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করতে সাহায্য করেছিল।

টলেমি'র 'আলমাজেস্ট' গ্রন্থটি আরবিতে অনুবাদ করা হয়েছিল নবম শতাব্দীতে। সেখানে আরবিতে বিভিন্ন তারার যে নামকরণ করা হয়েছিল, তার মধ্যে অনেকগুলি পরবর্তী কালে সেই তারার নাম হিসেবে ব্যবহার করা হত। স্বর্ণযুগের পরেও জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে বহু কাজ হয়েছে। পরবর্তী কালেও নতুন তারাদের নামকরণ করার সময়ে লাতিন ভাষার পাশাপাশি আরবি নাম দেওয়ার প্রথা চালু ছিল এবং আজও বহু তারা আরবি নামেই অধিক পরিচিত।

ওরিয়ন বা কালপুরুষ তারামণ্ডলের যে বর্ণনা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লেখা আল-সুফির বইতে দেওয়া হয়েছে, সেখানে কালপুরুষের হাতে অস্ত্রের পরিবর্তে সেই তারার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে পোশাকের লম্বা হাতা হিসেবে, যে ধরনের পোশাক সাধারণত সেই আমলে মুসলমানরা পরতেন।

শিল্প ও সৌন্দর্যের জ্ঞান লাভের জন্য

যে সমস্ত ক্ষেত্রে মুসলিম সভ্যতার প্রতিভা গোটা বিশ্বে স্বীকৃত হয়েছে, তেমনই একটি ক্ষেত্র হল শিল্প। ইসলামী বিশ্বের শিল্পীরা তাঁদের অন্তরের বিশ্বাসকে ধারাবাহিকভাবে বিমূর্ত আকার প্রদান করার মাধ্যমে প্রকাশ করার যে পন্থা আবিষ্কার করেছিলেন, তার ফলে সেই আমলে বহু অসাধারণ শিল্পকর্ম তৈরি হয়েছিল।[২] ক্যালিগ্রাফি হল ইসলামি সংস্কৃতির এক অমূল্য শিল্পসৃষ্টি, যার মাধ্যমে বর্ণমালার বিভিন্ন অক্ষর লেখার স্টাইলের সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয় জ্যামিতিক ছন্দ এবং অনেক সময় সাধারণ ভাবে লেখা হলেও তাকে আলাদা শৈল্পিক মাত্রা দেওয়া হয়। বর্তমানে ইংরেজি বর্ণের ক্যালিগ্রাফি জনপ্রিয় হয়েছে। তবে প্রাথমিক ভাবে এই শৈল্পিক লেখরীতির ধারা শুরু হয়েছিল আরবি ভাষাতেই। এই

ক্যালিগ্রাফি আরবি ভাষার গুরুত্ব কয়েক গুণ বেশি বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তা ক্রমে আরবি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়।

সাহিত্য ও সংস্কৃতির জ্ঞান লাভের জন্য

আরবি সংস্কৃতিতে কবিতা হল একটি দৃঢ় মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম। সেই সময় বিভিন্ন বিজ্ঞানের পুনর্জাগরণের পাশাপাশি আরবি কবিতার নতুন এক ধরনের ধারা বিকশিত হয়েছিল। বিখ্যাত চিকিৎসক ইবন সিনা এবং বিখ্যাত নাবিক ইবন মজিদের মতো বিদ্বানরা এই নতুন ধারার কবিতা রচনা করে তা জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। আরবি কবিতার মাধ্যমে চিকিৎসার পাশাপাশি বিজ্ঞানের নৈতিক, সামাজিক এবং কলা বিভাগের নানা দিকও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

কবিতা ছাড়াও আব্বাসীয়দের অধীনে গদ্যের বিকাশও ঘটছিল। সেই সময়ে প্রখ্যাত গদ্য রচনাকার ছিলেন আল জাহিজ। তিনি এই সময়ের শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একজন ছিলেন। তাঁর বই আল বুখারা'আ (বুক অফ দ্য মাইজার্স) এর জন্য তাঁকে বিখ্যাত করে তুলেছিল। এই বইয়ে তিনি মনোবিজ্ঞানের বহু বিষয়ের অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ কিন্তু মজাদার ভাবে পরিবেশন করেছিলেন। এছাড়াও সেই সময়ে অগণিত অন্যান্য লেখক এবং কবিরা খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এমন লেখক ও কবিদের মধ্যে আল মুত্তনবী, আল মা'আরি, ইয়াকুত আল হামভি, বদি আল জামান আল হামাথানি, ইবন হাজিম আল আন্দালুসি, ইবন তুফাইল প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

আরবী শিক্ষক হিসেবে কাজ করার জন্য

বিশ্বের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ভাষা বিভাগ রয়েছে। এর জন্য অনেক আরবী শিক্ষক কাজ করেন। তাই আরবী ভাষার শিক্ষক হতে হলে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আরবি ভাষা প্রশিক্ষণ করতে হবে।

আরবী অনুবাদক হিসেবে কাজ করার জন্য

আরবি জাতিসংঘের ছয়টি দাপ্তরিক ভাষার মধ্যে একটি, যা বৈশ্বিক মঞ্চে গুরুত্বপূর্ণ। আরবি দক্ষতার সাহায্যে অনুবাদ বা ব্যাখ্যায় ক্যারিয়ার গড়া সম্ভব। এই বিশেষ ক্ষেত্রটি বিভিন্ন নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং সরকারী সংস্থাগুলির সাথে কাজ করার সুযোগ দেয়। বিভিন্ন সংস্থা, হাসপাতাল, অফিস-আদালতে আরবি অনুবাদকের প্রয়োজন হয়। তাদের কথা, কাজ-কর্ম আরবি ভাষায় অনুবাদ করতে হয়। এ জন্য দরকার দক্ষ আরবি মুতারজিম। তাই এই দায়িত্ব পালনের জন্য আগ্রহীদের আরবী ভাষায় জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক।

মধ্যপ্রাচ্যে পড়াশুনার জন্য

পৃথিবীর প্রায় সব দেশ থেকেই মধ্যপ্রাচ্যে পড়াশোনার জন্য আসে। সেখানে তাদের ভর্তি হওয়া এবং কাঙ্ক্ষিত ফলাফল লাভের জন্য আরবি ভাষায় দক্ষতা অর্জন জরুরি। কেননা, এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি ভাষায় দক্ষ ছাত্রদের প্রাধান্য দেয়া হয়। একই সাথে শ্রমিক ও কর্মচারী যাদের আরবি ভাষায় কোনো ধরনের যোগ্যতা ও দক্ষতা নেই তারা বিভিন্ন রকম অসুবিধার মুখোমুখি হয়। ফলে তারা নানা শ্রেণির ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রতারিত হয়।

ইজতিহাদের জন্য

ইজতিহাদের জন্য শর্তাবলী রয়েছে যা উসূলের আলেমগণ ব্যাখ্যা করে গিয়েছেন। এর জন্য দরকার বিস্তৃত জ্ঞান, কুরআন-সুন্নাহর সঠিক জ্ঞান ও যথেষ্ঠ পরিমান আরবী ভাষাতত্ত্বের জ্ঞান।[১২] আরবী ভাষার অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি হচ্ছে ইল্লত আহরণ অর্থাৎ একজন মুজতাহিদ কোনো নস (نص) থেকে হুকুমের পেছনের 'ইল্লাহ' বের করতে পারেন এবং অন্য পরিস্থিতিতে এর প্রয়োগ করতে পারেন। এছাড়াও আইনগত দিক থেকে, আরবী ভাষায় কোনো বাক্যে বিভিন্ন শব্দের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি বাক্যেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, ইমাম হচ্ছে রাখাল (দায়িত্বশীল) এবং সেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। এখানে 'সেই' শব্দটি আরবী ব্যকরণের পরিপ্রেক্ষিতে সীমিতকরণ (اداة حصر)-এর হুকুম পায় এবং এটি একটি আলাদা সর্বনাম। এভাবেই তাঁর (সা) বক্তব্য, 'এবং সেই জিজ্ঞাসিত হবে তার দায়িত্ব সম্পর্কে' (রাষ্ট্রের) জন্য

দায়িত্বশীলতাকে ইমামের জন্য সীমিত করে। সুতরাং, রাষ্ট্রের মধ্যে মূলত খলীফা ছাড়া আর কেউই শাসন করবার কোনো ক্ষমতা রাখেনা, হোক ব্যক্তি অথবা দল।[১]

ইসলাম মানবজাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে সর্বশেষ জীবনব্যবস্থা। দুনিয়ার সমাপ্তি পর্যন্ত এ দ্বীন দিয়েই সমাজ পরিচালনা করতে হবে। আর এ কাজ করতে গিয়ে যুগে যুগে মুসলিম জাতিকে অসংখ্য নতুন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং স্বাভাবিকভাবে ভবিষ্যতেও হতে হবে। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য একমাত্র উপায় হচ্ছে ইজতিহাদ। ইজতিহাদ হচ্ছে সেই ইঞ্জিন যা ইসলামকে চালিত করে। এটি না থাকলে উম্মাহর মধ্যে জলাবদ্ধ অবস্থার সৃষ্টি হবে এবং উম্মাহর সমৃদ্ধি থমকে যাবে। এবং ঐতিহাসিকভাবেও এ বিষয়টির সত্যতা আমরা দেখেছি। শাইখ তাকী (রহ) বলেন, "(মুসলিম উম্মাহ্‌র) এ অধ:পতনের পেছনে একমাত্র একটি কারণই ছিল, (মুসলিমদের) প্রচন্ড দূর্বলতা যা তাদের ইসলামকে বোঝার জন্য চিন্তা করার যোগ্যতা ধ্বংস করে দিয়েছিল। এ দূর্বলতার পেছনের কারণ ছিল ৭ম শতাব্দী হিজরীর প্রথম থেকে শুরু করে ইসলাম ও আরবি ভাষার বিচ্ছিন্নকরন যখন আরবি ভাষা ও ইসলামের প্রসার অবহেলিত হয়েছে। সুতরাং, যতক্ষন পর্যন্ত আরবি ভাষাকে ইসলামের সাথে এর এক অবিচ্ছেদ্য মৌলিক অংশ হিসেবে মিশ্রিত না করা হবে, ততক্ষন পর্যন্ত এ অধ:পতন মুসলিমদের আরো অবনতির দিকে নিয়ে যাবে। এটা এ কারণে যে, এই ভাষার ভাষাগত ক্ষমতা ইসলামের শক্তিকে এমনভাবে সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছে যে একে ছাড়া ইসলামকে বহন করা সম্ভব নয়, এবং যদি একে অবহেলা করা হয়, তবে শরীয়াহ্‌র মধ্যে ইজতিহাদ করা আর সম্ভবপর হবে না। আরবি ভাষার জ্ঞান ইজতিহাদের জন্য একটি মৌলিক শর্ত। এছাড়াও ইজতিহাদ উম্মতের জন্য অপরিহার্য যেহেতু এর সদ্ব্যবহার ছাড়া উম্মাহর উন্নয়ন অসম্ভব।"[১৭] সুতরাং, বোঝা যাচ্ছে উম্মাহর সমৃদ্ধির সাথে আরবি ভাষার সম্পর্ক কত গভীর।

উম্মাহ্‌র পুনর্জাগরণের জন্য

নিশ্চয়ই আল্লাহ এ কিতাবের দ্বারা বিভিন্ন জাতিকে উচ্চকিত করেন আর অন্যান্যদের করে দেন নিচু। (মুসলিম) পূনর্জাগরণ বস্তুগত বা বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের মধ্যে নিহিত নেই। বরং চিন্তাগত ও মতাদর্শিক উন্নয়নই পূনর্জাগরনের সঠিক ভিত্তি আর বস্তুগত উন্নয়ন হচ্ছে এর ফলাফল। উম্মতের পূনর্জাগরনের কথা বলার সময় আমাদের মনে রাখতে হবে যে এ পুনর্জাগরণ ইসলামী আকীদাহ ও তা থেকে বের হয়ে আসা ব্যবস্থার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।১ কারণ আমাদেরকে পৃথিবীতে এ আকীদাহ প্রতিষ্ঠা ও এর ব্যবস্থাকে বাস্তবায়ন করতে হবে। এবং এ ব্যবস্থাটি রয়েছে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র মধ্যে আরবি ভাষায়। অতীতে আরবরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিনত হয়েছিল কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা এ ভাষায় পবিত্র কুরআন নাযিল করেছিলেন এবং এ ভাষাতেই তারা শরীয়াহ বুঝেছিলেন এবং তা বাস্তবায়ন করেছিলেন। আরবি ভাষার কোনো কিছু সবচেয়ে ভালোভাবে আরবিতেই বোঝা যাবে। এক্ষেত্রে অনুবাদ গ্রহণযোগ্য নয় যেহেতু ভাষার অর্থ ও আকুতি অনেকটাই অনুবাদে হারিয়ে যায়। অন্য যেকোনো ভাষার সাহিত্য অধ্যয়নের ক্ষেত্রেও এটি সত্য। সুতরাং ইসলামী ব্যবস্থার খুটিনাটি বিশ্লেষন বুঝতে হলে আরবি ভাষার জ্ঞানও থাকতে হবে।

আরবি ভাষায় দক্ষদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ

আরবি কথা বলা বিভিন্ন কর্মজীবনের সুযোগের দ্বার উন্মুক্ত করতে পারে এবং বিভিন্ন সেক্টরের অনেক নিয়োগকর্তা এই ভাষায় সাবলীল ব্যক্তিদের মূল্য দেন। এখানে তেমন কিছু বিভাগের তালিকা দেয়া হলো:

- **সরকারী এবং কূটনৈতিক পরিষেবা:** বিভিন্ন দেশের সরকারী সংস্থা, যেমন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর এবং জাতিসংঘ, কূটনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভূমিকার জন্য আরবি ভাষায় দক্ষ ব্যক্তিদের সন্ধান করে। আরবি-ভাষী কূটনীতিক এবং বৈদেশিক বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা কূটনীতি প্রচারে এবং আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- **আন্তর্জাতিক সংস্থা:** বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) এবং বিভিন্ন জাতিসংঘ সংস্থার মতো বহুজাতিক সংস্থাগুলিতে প্রায়ই আরবি ভাষাভাষীদের

প্রয়োজন হয়। এই সংস্থাগুলি আরবি-ভাষী অঞ্চলে বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন এবং মানবিক প্রকল্পে কাজ করে।

- **প্রতিরক্ষা এবং গোয়েন্দা সংস্থা:** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিআইএ এবং এফবিআই সহ জাতীয় প্রতিরক্ষা এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলি সন্ত্রাসবাদ, জাতীয় নিরাপত্তা এবং গোয়েন্দা বিশ্লেষণ সম্পর্কিত ভূমিকার জন্য আরবি ভাষাভাষীদের নিয়োগ করে।
- **এনজিও এবং মানবিক সংস্থা:** ডক্টরস উইদাউট বর্ডারস, রেড ক্রস এবং অক্সফামের মতো বেসরকারি সংস্থাগুলি (এনজিও) মানবিক সহায়তা এবং সহায়তা প্রদানের জন্য আরবি-ভাষী দেশগুলিতে কাজ করে। কার্যকর যোগাযোগ এবং প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য আরবি-ভাষী কর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ।
- **শক্তি এবং তেল কোম্পানি:** মধ্যপ্রাচ্যের আরবি-ভাষী দেশগুলি বিশ্বব্যাপী শক্তি শিল্পের প্রধান খেলোয়াড়। সৌদি আরামকো, এক্সনমোবিল এবং বিপির মতো কোম্পানিগুলি এই অঞ্চলগুলিতে কাজ করে এবং শক্তি অনুসন্ধান,উৎপাদন এবং ব্যবস্থাপনায় ভূমিকার জন্য আরবি-ভাষী পেশাদারদের প্রয়োজন।
- **আন্তর্জাতিক ব্যবসা এবং বাণিজ্য:** আরবি-ভাষী দেশগুলিতে ব্যবসায়িক স্বার্থ সহ বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলি প্রায়শই এমন কর্মচারীদের সন্ধান করে যারা স্থানীয় ব্যবসায়িক সংস্কৃতিতে নেভিগেট করতে পারে এবং কার্যকরভাবে যোগাযোগ করতে পারে। এর মধ্যে অর্থ, প্রযুক্তি এবং উৎপাদনের মতো শিল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
- **একাডেমিয়া এবং গবেষণা:** বিশ্বব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জন্য মধ্যপ্রাচ্যের অধ্যয়ন, ভাষাবিজ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরবি-ভাষী বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজন। এই পেশাদাররা তাদের নিজ নিজ দক্ষতার ক্ষেত্রে গবেষণা এবং শিক্ষায় অবদান রাখে।
- **মিডিয়া এবং সাংবাদিকতা:** মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকার ঘটনাগুলি কভার করার জন্য আরবি-ভাষী সাংবাদিক এবং মিডিয়া পেশাদারদের চাহিদা রয়েছে। আল জাজিরা, বিবিসি আরবি, এবং সিএনএন আরবি-এর মতো সংবাদ সংস্থাগুলি এমন ব্যক্তিদের নিয়োগ করে যারা সঠিক এবং সূক্ষ্ম প্রতিবেদন দিতে পারে।
- **অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা পরিষেবা:** আরবি অনুবাদক এবং দোভাষীদের জন্য ভাষা পরিষেবা প্রদানকারী এবং ফ্রিল্যান্স সুযোগ বিদ্যমান। এই পেশাদাররা আইনি এবং চিকিৎসা থেকে শুরু করে ব্যবসা এবং বিনোদন পর্যন্ত বিভিন্ন শিল্পে ভাষার ফাঁক পূরণ করে।

- **ভ্রমণ এবং পর্যটন:** আরবি-ভাষী দেশগুলিতে পর্যটন শিল্প, যেমন মিশর, মরক্কো এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত, আন্তর্জাতিক পর্যটকদের জন্য আরবি-ভাষী কর্মীদের উপর নির্ভর করে। ভূমিকার মধ্যে রয়েছে ট্যুর গাইড, হোটেল ম্যানেজমেন্ট এবং ট্রাভেল এজেন্ট।
- **সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচি:** পিস কর্পস এবং ফুলব্রাইট প্রোগ্রামের মতো সংস্থাগুলি আন্তঃ-সাংস্কৃতিক বোঝাপড়া এবং শিক্ষার প্রচারের জন্য প্রায়শই আরবি ভাষার দক্ষতা সহ স্বেচ্ছাসেবক এবং পণ্ডিতদের খোঁজ করে।
- **শিক্ষা এবং ভাষা নির্দেশনা:** সারা বিশ্বের স্কুল এবং ভাষা প্রতিষ্ঠান উভয় ক্ষেত্রেই আরবি ভাষার শিক্ষকদের চাহিদা রয়েছে। এর মধ্যে একটি বিদেশী ভাষা হিসেবে আরবি শেখানো বা আরবি-ভাষী দেশগুলিতে শিক্ষার বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সিরাত থেকে আরবি ভাষা শেখার অনুপ্রেরণা

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এর পবিত্র সিরাত অধ্যয়ন করলে আরবি ভাষা শিক্ষা ও এর প্রচার-প্রসারের কিছু পদ্ধতি ও দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়।[১৮] এগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো—

ক. আরবি ভাষার প্রতি ভালোবাসা: মানুষ সাধারনতঃ যা ভালোবাসে তা সহজে গ্রহণ করে এবং চর্চা করে। রাসুল (সা.) বলেন, 'তোমরা আরবদের ভালোবাসো। কেননা আমার ভাষা আরবি, কোরআনের ভাষা আরবি এবং জান্নাতবাসীদের ভাষা আরবি।' (মুসতাদরাকে হাকিম)

সুতরাং আরবি ভাষার গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও মর্যাদা তুলে ধরার মাধ্যমে এ ভাষার প্রতি ভালবাসা তৈরি করতে হবে। তদুপরি ভাষাশিক্ষার আধুনিক, আকর্ষণীয় ও সহজতম পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মন থেকে আরবি ভীতি দূর করতে হবে।

খ. আরবি ভাষা শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করা: শিশুরা সাধারণত দুই বছর বয়স থেকে ছয় বছর বয়সের মধ্যে মাতৃভাষা রপ্ত করে ফেলে। যদি এ সময় তাকে বিশুদ্ধ ভাষার পরিবেশ দেওয়া হয় তবে সে সহজেই বিশুদ্ধ ভাষা শেখে। রাসুল (সা.)-এর শৈশবের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়টি কেটেছিল তায়েফের বনু সাদ গোত্রের হালিমার ঘরে।

একাদশ শতাব্দীর বিশিষ্ট আরবি ভাষাতাত্ত্বিক সালবি বলেন, 'আরবের মধ্যে বনু সাদ গোত্রের ভাষা ছিল সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল।' পাশাপাশি সহজ-সরল, প্রকৃতিঘনিষ্ঠ ও

মূল্যবোধসম্পন্ন উন্নত গ্রামীণ জীবনশৈলীর জন্যও এই গোত্রটি প্রসিদ্ধ ছিল। (আবুল হাসান আলী নদভী, আস সিরাতুন নববিয়্যাহ) বিশুদ্ধ ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে বনু সাদ গোত্রের পরিবেশের বড় প্রভাব ছিল। রাসুল (সা.) বলেন, 'আমি আরবদের মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধভাষী। কেননা আমি জন্মেছি কুরাইশ বংশে আর আমার শৈশব কেটেছে বনু সাদ বিন বকর গোত্রে।' (ইমাম বাগাভি, শরহুস সুন্নাহ)

অন্য এক বর্ণনায় রাসুল (সা.) বলেন, 'আমি নবী; এতে মিথ্যার লেশমাত্র নেই। আমি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান, আমি আরবদের মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধভাষী, কুরাইশ আমাকে জন্ম দিয়েছে, আমি শৈশব কাটিয়েছি বনু সাদ বিন বকর গোত্রে, আমার ভাষায় ভুল হবে কিভাবে!' (তাবরানি, আল মুজামুল কবির)।

সুতরাং আরবি ভাষা শিক্ষার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির কোন বিকল্প নেই। মাতৃভাষার মতো যে কোন বিদেশী ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রেও এ পদ্ধতিই সবচেয়ে বেশী কার্যকর। মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান, যুগোপযোগী পাঠ্যক্রম, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শিক্ষক এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষাপোকরণের সমস্বয়েই একটি উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী হয়। আমাদেরকে আরবি ব্যাকরণভিত্তিক পদ্ধতি ছেড়ে পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে স্বতস্ফুর্তভাবে ভাষা শিক্ষার পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

গ. আরবি কবিতাচর্চা: যেকোনো ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ভাষার বিখ্যাত লেখকদের সাহিত্য পড়া, চর্চা করা ও মুখস্থ করার গুরুত্ব অপরিসীম। রাসুল (সা.)-এর পবিত্র সিরাতে এ বিষয়ে চমৎকার নির্দেশনা পাওয়া যায়। যদিও পরবর্তী আরবি সাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতারা জাহেলি ও ইসলামের প্রাথমিক যুগের কিছু বক্তৃতা, লোকমুখে প্রচলিত কিছু প্রবাদ-প্রবচন ও ওসিয়তনামাকে প্রাচীন আরবি গদ্যের নমুনা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তবে কবিতাই যে তৎকালীন আরবি সাহিত্যের প্রধানতম বাহন ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই কবিতাকে আরব সমাজের দর্পন বলা হয়। সে সময় আরবি সাহিত্য বলতে শুধু কবিতাকেই বোঝানো হতো। কোরআনের ভাষা বোঝার জন্য আরবি কবিতা শেখার প্রতি গুরুত্বারোপ করে রাসুল (সা.) বলেন, 'যদি তোমাদের কাছে কোরআনের কিছু (শব্দের অর্থ) অস্পষ্ট মনে হয়ে তবে তা কবিতায় অনুসন্ধান কোরো। কেননা কবিতা আরবদের (ইতিহাস-ঐতিহ্য ও ভাষা সংস্কৃতির) দিওয়ান বা আকরগ্রন্থ।' (মুসতাদরাক হাকিম)

রাসুল (সা.) নিজে কবিতা চর্চা না করলেও সাহাবিদের মধ্যে যারা কবিতা চর্চা করতেন তাদের উৎসাহিত করতেন এবং সেই সময়ের বিখ্যাত কবিদের কবিতার শ্লোক আবৃতি করতেন। শামায়েলে তিরমিজিতে বর্ণিত আছে, রাসুল (সা.) বলেন, 'আরব কবিদের বলা

সবচেয়ে সুন্দর কবিতা হচ্ছে কবি লবিদের এ পংক্তিটি 'আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই মিথ্যা ও বাতিল, সৃষ্টিজগতের সবকিছুই নি:সন্দেহে হবে বিলীন'।

একবার রাসুল (সা.) এর এক আঙ্গুল মোবারকে আঘাত পেয়ে রক্ত ঝরছিলো, তখন তিনি একটি আরবি কবিতার এ শ্লোকটি আবৃত্তি করেন- 'তুমি তো একটি আঙ্গুলমাত্র, রক্তাক্ত হয়েছো, তুমি যে আঘাত পেয়েছো তা তো আল্লাহ পথেই' (শামায়েলে তিরমিজি)।

একবার এক বেদুইনের অলঙ্কারপূর্ণ কথায় মুগ্ধ হয়ে রাসুল (সা.) বলেন, 'কিছু কথায় যাদু আছে, কিছু কবিতায় আছে প্রজ্ঞা।' এ ছাড়াও রাসুল (সা.) এর মজলিশে অনেক সাহাবী কবিতা আবৃত্তি করতেন। তিনি তা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। অনেককে পুরষ্কৃত করতেন। অনেককে উৎসাহিত করতেন। হযরত হাসসান বিন সাবিত (রা.) কে 'রাসুলের কবি' বলা হতো। তিনি তার শাণিত কবিতার মাধ্যমে কাফেরদের তীর্যক কথামালা ও ব্যাঙ্গাত্নক কবিতার উপযুক্ত জবাব দিতেন। রাসুল (সা.) তাকে উৎসাহ দিয়ে বলতেন,'তুমি আমার পক্ষ থেকে তাদের কথার জবাব দাও। হে আল্লাহ! তুমি তাকে জিবরাইলের মাধ্যমে সাহায্য কর' (মুসনাদে ইমাম আহমদ)।

ঘ. বিশুদ্ধ আরবি ভাষাচর্চায় মনোযোগী হওয়া: রাসুল (সা.) বলেন, 'আমি আরবদের মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধভাষী, কুরাইশ আমাকে জন্ম দিয়েছে, আমি শৈশব কাটিয়েছি বনু সাদ বিন বকর গোত্রে, আমার ভাষায় ভুল হবে কিভাবে!' (তাবরানি, আল মুজামুল কাবির)

রাসুল (সা.) ভাষার বিশুদ্ধতার প্রতি অনেক যত্নশীল ছিলেন। এ ছাড়া 'মুসনাদুশ শিহাব' গ্রন্থে বর্ণিত আছে, রাসুল (সা.) তাঁর চাচা আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবের বিশুদ্ধ ভাষার প্রশংসা করে বলেছিলেন, 'পুরুষের সৌন্দর্য হচ্ছে তার ভাষার বিশুদ্ধতা।'

বিশুদ্ধ আরবি ভাষা শিক্ষার জন্যই আরবি ব্যাকরণশাস্ত্র তথা নাহু ও সরফের উৎপত্তি হয়েছিল। আরবি ভাষার সৌন্দর্যচর্চার জন্যই সৃষ্টি হয়েছিল আরবি অলংকারশাস্ত্র বা ইলমুল বালাগাহ। সুতরাং আরবি ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতার চর্চাও রাসুল (সা.)-এর অন্যতম শিক্ষা।

ঐতিহাসিকভাবে এ ভাষার অবহেলা ও এর পরিণাম

মুসলিমদের পতনের পেছনে যেভাবে কাফেরদের চক্রান্ত ছিল, ঠিক একইভাবে মুসলিমদের মধ্যেও বেশ কিছু দূর্বলতা দেখা দিয়েছিল। এসব কারণসমূহের মধ্যে অন্যতম এক কারণ হলো আরবি ভাষার প্রতি অবহেলা। যদিও মুসলিমরা এ ভাষার গুরুত্ব বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল, কাফেররা ঠিকই এ ভাষার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিল। এ জন্যই তারা আরব-তুর্কিদের মধ্যে বিভেদ লাগানোসহ আরো অনেক পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল। শাইখ তাকী (রহ) তার বই "ইসলামী রাষ্ট্র"-তে বলেন: "এরপর ইসলামের শত্রুরা আরবী ভাষার উপর আক্রমণ চালায়। কারণ, এই ভাষাতেই ইসলাম এবং এর হুকুম আহকামকে প্রচার করা হয়। তাই তারা ইসলামের সাথে আরবী ভাষার সম্পর্ককে ছিন্ন করতে ব্যাপক তৎপরতা চালায়। কিন্তু, প্রথমদিকে তারা সফলতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। কারণ প্রথমদিকে মুসলিমরা যে দেশই জয় করেছে সেখানেই তারা কোরআন, সুন্নাহ ও আরবী ভাষাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে এবং জনগণকে তারা এ তিনটি জিনিসই শিক্ষা দিয়েছে। বিজিত জনগোষ্ঠীর মানুষেরা ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং আরবী ভাষায় সাবলীলভাবে কথা বলেছে। কিছু কিছু অনারব এ ব্যাপারে এতো পারদর্শীতা অর্জন করেছে যে, তারা ইসলামের প্রখ্যাত মুজতাহিদও হয়েছে। যেমন, ইমাম আবু হানিফা। কেউ কেউ বা হয়েছে অত্যন্ত উচুঁ মাপের কবি, যেমন, বাশার ইবন বুরদ। আবার, কেউ বা হয়েছে প্রখ্যাত লেখক, যেমন, ইবন আল-মুকাফফা'।

এভাবেই, মুসলিমরা প্রথমদিকে আরবী ভাষাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছিল। ইমাম শাফেঈ' কুরআনের কোন ধরনের অনুবাদ বা অন্য কোন ভাষায় সালাত আদায় করাকে অগ্রহণযোগ্য বলেছেন। আবার যারা কুরআন অনুবাদের অনুমতি দিয়েছেন, যেমন, ইমাম আবু হানিফা, তারা অনুবাদকে কুরআন হিসাবে স্বীকৃতি দিতেও অস্বীকার করেছেন। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে আরবি ভাষা সবসময় মুসলিমদের মনোযোগ ও গুরুত্বের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে বিবেচিত হয়েছে।[১] বস্তুতঃ এ ভাষা হচ্ছে ইসলামের মৌলিক অংশ এবং ইজতিহাদের জন্য এক অপরিহার্য বিষয়।

আরবি ভাষা ব্যতীত উৎস থেকে ইসলামকে বোঝা অসম্ভব এবং এ ভাষা ব্যতীত শরীয়াহ্ থেকে নির্ভুল ভাবে হুকুম-আহকাম বের করাও সম্ভব নয়। কিন্তু, হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ দিকে আরবি ভাষার গুরুত্ব ধীরে ধীরে কমতে থাকে। কারণ এ সময় এমন সব শাসকেরা ক্ষমতায় আসে যারা আরবি ভাষার প্রকৃত গুরুত্ব ও তাৎপর্য বুঝতে ব্যর্থ হয় এবং এ

বিষয়টিকে তারা ক্রমাগত অবহেলা করতে থাকে। ফলশ্রুতিতে, রাষ্ট্রের নাগরিকদের আরবি ভাষার উপর দখল কমে যায় এবং ইজতিহাদের প্রক্রিয়া স্থবির হয়ে যায়। এখানে মনে রাখা দরকার যে, যেকোনো বিষয়ে শরীয়াহ্‌র হুকুম খুঁজে বের করতে হলে, যতগুলো উপাদান অপরিহার্য তার মধ্যে আরবি ভাষা একটি। বস্তুতঃ ইতিহাসের এই পর্যায়ে, আরবি ভাষা ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে, রাষ্ট্রের শরীয়াহ্‌ সম্পর্কিত ধ্যানধারণাও অস্পষ্ট হয়ে যায় এবং সেইসাথে, অস্পষ্ট হয়ে যায় শরীয়াহ্‌ আইনকানুন বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া। ইসলামী রাষ্ট্রকে দূর্বল ও রুগ্ন করে ফেলতে এ বিষয়টি ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের পক্ষে নতুন নতুন সমস্যা সমূহকে বোঝা এবং সে সমস্যাগুলোর মুকাবিলা করা কঠিন হতে থাকে। একসময় রাষ্ট্র উদ্ভুত সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয় কিংবা সমাধানের লক্ষ্যে ভ্রান্ত পদ্ধতির আশ্রয় নেয়। এভাবে, সময়ের সাথে সাথে রাষ্ট্রের সমস্যা ঘনীভূত হতে থাকে এবং ইসলামী রাষ্ট্র একসময় অন্তহীন সমস্যার সাগরে হাবুডুবু খেতে থাকে।"

সুতরাং এ থেকে বোঝা যায় এ ভাষা অবহেলার পরিনাম কতটা মারাত্মক ছিল।

আরবি ভাষার গুরুত্ব ও বাংলাদেশ

ইসলামের সঙ্গে এ জনপদের সম্পর্ক হাজার বছরেরও বেশি। সুদীর্ঘ এই সময়ের প্রতিদিন এ ভূখন্ডের মানুষ নিদ্রা ত্যাগ করে নতুন দিনের যাত্রা শুরু করে যে আজানের সুমধুর সুর শোনে তা-ও কিন্তু আরবি ভাষার কিছু বাক্য। দলমত নির্বিশেষে এ দেশের লক্ষ-কোটি মানুষ সকালে বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে প্রতিদিন সামান্য হলেও কোরআন পড়ে থাকে। তারও ভাষা আরবি।

এ দেশের তিন লক্ষাধিক মসজিদে প্রতিদিন পাঁচবেলা দলবদ্ধভাবে ও এককভাবে যে নামাজ পড়া হয় তার ভাষাও আরবি।[১৯] একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান, তিনি যে দল ও মতের হোন কেন; নামাজের কারণে প্রতিদিন তাকে কম করে হলেও মোট আধা ঘণ্টা সময় নিবিড়ভাবে আরবি ভাষার সঙ্গে কাটাতে হয়। প্রতি সপ্তাহের শুক্রবারে তাকে দশ মিনিট আরবিতে খুতবা শোনতে হয়। এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী তাদের জন্মের পর মুহূর্তে সর্বপ্রথম যে শব্দ শোনে, যে বাক্যগুলো দিয়ে পৃথিবীর নতুন জীবনে তারা বরণীয় হয়, সমাদৃত হয়, অভিনন্দিত হয়- সেই আজানের ভাষাও আরবি। আবার পৃথিবী থেকে তাকে চিরবিদায় দেওয়া হয় আরবি ভাষায়। জানাজার নামাজ, লাশ কবরে রাখার দোয়া, কবর

মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়ার দোয়া সবই আরবিতে। তাই আরবি ভাষার সঙ্গে এ দেশের মানুষের সম্পর্ক জন্ম-মৃত্যুর সম্পর্ক। শুধু জন্ম-মৃত্যু নয় বরং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নিত্যদিনের সম্পর্ক।

মুসলিমপ্রধান দেশ হিসেবে আমাদের দেশের আলিয়া, কওমি ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আরবি ভাষার চর্চা করা হয়। তবে সেই চর্চাটা মোটেও সন্তোষজনক নয়। আমাদের দেশে সাধারণত আরবিকে ধর্মীয় ভাষা হিসেবে শিক্ষা দেয়া হয়। দেশের বিশাল একটি অংশ পবিত্র কোরআন মুখস্থ করে শুধু ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। তারা কখনো আরবিটাকে ভাষা হিসেবে গ্রহণ করে না। অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও আরবি দায়সারা হিসেবে শিক্ষা দেয়া হয়। ফলে দীর্ঘ সময় একজন ছাত্রছাত্রীরা আরবি পড়েও, আরবি ভাষার ওপর দক্ষতা অর্জন করতে পারে না।

আমাদের উপমহাদেশে মূলত আরবি শিক্ষার সঙ্গে ধর্মীয় আবেগ জড়িয়ে আছে। যে কারণে এখনো আরবি ভাষাকে, ভাষা হিসেবে গ্রহণ করতে পারিনি। বাংলাদেশের সঙ্গে আরবি ভাষার পরিচয় ঘটে অতীতে আরবদের সঙ্গে বাণিজ্যসূত্রে। আরব বণিকরা বাণিজ্যসম্ভার নিয়ে বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় বন্দর চট্টগ্রাম বা সন্দ্বীপে পৌঁছতেন এবং সেখান থেকে মিয়ানমার (বার্মা), মালয় উপদ্বীপ ইত্যাদি অতিক্রম করে চীনের ক্যান্টন পর্যন্ত যেতেন। তবে বাস্তবতা হলো- ব্যবসায়িক প্রয়োজনে আরব বণিক আর ধর্মপ্রচারকদের মাধ্যমে বহুকাল আগে থেকেই এ দেশে আরবি ভাষা চর্চা শুরু হলেও আজও তা ধর্মীয়গোষ্ঠীর ভেতরেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। সেই আরব বণিকদের হাতে কিছু মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় আরবি ভাষা চর্চার সূত্রপাত হয়। মূলত ব্যবসায়িক প্রয়োজনে আরব বণিক এবং ধর্মপ্রচারকদের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় আরবি ভাষার মিশ্রণ শুরু হয়।[২০] যে কারণে আরবি ভাষায় চর্চায় আমরা অনেক পিছিয়ে রয়েছি। অন্যদিকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী আরব দেশগুলোতে কর্মের সন্ধানে, ব্যবসায়িক প্রয়োজনে, কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে আরবি ভাষাচর্চার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কিন্তু সেই প্রয়োজনীয়তা আমাদের দেশের সরকার কখনো অনুধাবন করে না। এ ভাষা শিক্ষায় সরকারের সুনির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা পৃষ্ঠপোষকতা লক্ষ্য করা যায় না।

শুধু ভাষাগত দক্ষতা না থাকার কারণে মধ্যপ্রাচ্যর দেশগুলো থেকে কাঙ্ক্ষিত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারছে না বাংলাদেশ। এ দেশের শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি বৈদেশিক মুদ্রা বা রেমিট্যান্স আসে সৌদি আরবসহ আরবি ভাষাভাষী দেশ থেকে। প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে অসংখ্য মানুষ আরবদেশগুলোতে কাজের সন্ধানে পাড়ি জমাচ্ছে। কিন্তু

তারা পেশাগতভাবে আরবি ভাষায় দক্ষ না হওয়ায় যথার্থ বেতনভাতা ও নানাবিধ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ভারত-পাকিস্তানের মতো আমাদের দেশেও যদি সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিদেশগামী জনশক্তিকে ভাষাগত দক্ষতাসম্পন্ন করে রপ্তানি করা যেত, তাহলে তারা আরও অধিক বেতন ও নানা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারত; দেশে আরও অধিক পরিমাণে রেমিট্যান্স আসত।

আরবি ভাষাভাষী দেশগুলোর সঙ্গে ব্যবসায়িক পরিধি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আরবি ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। সেই প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশের সঙ্গে আরব বিশ্বের ব্যবসার যোগাযোগ থাকলে ভারত-পাকিস্তান আমাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে। কারণ তারা তাদের দেশে সরকারি খরচে আরবি ভাষা শিক্ষাগ্রহণ করে। যার ফলে তারা ব্যবসায়িকভাবে খুব দ্রুত সফল হচ্ছে। তাই মধ্যপ্রাচ্যে ব্যবসায়িক পরিধি ও সুসম্পর্ক বৃদ্ধি করতে আধুনিক আরবি ভাষাচর্চার বিকল্প নেই।

আরবি ভাষাভাষী দেশগুলোর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ়করণে, সরকারের আধুনিক আরবি ভাষাচর্চায় ব্যাপক ও সুদূর পরিকল্পনা থাকা দরকার। কারণ আরবদেশগুলো আমাদের দেশের ধর্মীয়, সামাজিক ও উন্নয়নমূলক বিভিন্ন খাতে প্রচুর আর্থিক অনুদান পেয়ে থাকে। দুর্যোগপ্রবণ দেশ হওয়ায় বন্যা, সিডর, আইলা ও বিভিন্ন দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে আমরা আরবদেশগুলো থেকেই সবচেয়ে বেশি অনুদান পেয়ে থাকি। অন্যদিকে অনেক আরব দেশ আমাদের চেয়ে রাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি ও তথ্যপ্রযুক্তিতে বহু ধাপ এগিয়ে গেছে। যে কারণে আরবি ভাষা শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। দুঃখের বিষয় হলো, মুসলিম অধ্যুষিত বিশাল জনসংখ্যার এ দেশে সরাসরি আরবি ভাষা শিক্ষা ও চর্চার জন্য সরকারের তেমন কোনো ভূমিকা নেই বললেই চলে। যদিও এদেশে সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত আলীয়া মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি পড়ানো হয়, তথাপি এসব প্রতিষ্ঠানের প্রতি আরবি বিশেষজ্ঞ সরকারি কর্মকর্তাদের নজর না থাকায় এবং শিক্ষাব্যবস্থায় পেশাগত আরবির বিষয়াবলি সিলেবাসভুক্ত না করায় এসব প্রতিষ্ঠান থেকে আধুনিক আরবি ভাষায় যোগ্য জনশক্তি তৈরি হচ্ছে না। কিছু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের ওপর উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেও তারা দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তিত হতে পারছে না। এ বিষয়ে সরকার একটু সুনজর দিলে হয়তো আরবি ভাষার কারণে বাংলাদেশ বহুগুণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সক্ষম হবে।

উপসংহার

আল্লামা জালালউদ্দিন আস সুয়ুতি বলেন, সর্বপ্রাচীন ও প্রথম ভাষা হলো আরবি।[২১] হযরত আদম আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জান্নাতে পরীক্ষার জন্য সর্বপ্রথম যে শব্দজ্ঞান ও ভাষা শেখানো হয়েছিল তা ছিল আরবি, এতে কোনো দ্বিমত নেই। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত জান্নাতে আদম আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষা ছিল আরবি। আরবি ভাষা সবভাষার চেয়ে প্রাচীন ভাষা, এর বড় প্রমাণ হলো আল কুরআনের ভাষা আরবি।[২২]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন: 'আরবি ভাষা দ্বীনের অংশ এবং এটি জানা একটি বাধ্যবাধকতা। কিতাব ও সুন্নাহ বোঝা একটি ফরজ এবং এটি কেবল আরবি ভাষায় বোঝা যায়।' উইলিয়াম ওয়ার্ক বলেছেন: 'আরবি ভাষার একটি কোমলতা এবং নমনীয়তা রয়েছে যা এটিকে সময়ের প্রয়োজন অনুসারে মানিয়ে নিতে সক্ষম করে।' ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়া বলেন: 'কুরআনের ফজিলত কেবল সেই ব্যক্তিই জানে যে আরবের শব্দ জানে, তারপর ভাষা বিজ্ঞান, আরবি বিজ্ঞান এবং বাগ্মীতার বিজ্ঞান জানে।' প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, গবেষক মোঃ আবু ইউসুফ বলেন, আরবি পৃথিবীর একটি পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধশালী সর্বশ্রেষ্ঠভাষা।[২৩] প্রাচীন ভাষা হিসেবে মানুষের শিক্ষার ভাষা আরবি হওয়াটাই বেশি যুক্তিযুক্ত। আরবি ভাষার ন্যায় এত সমৃদ্ধশালী, মোহনীয়, সুমিষ্ট, চিত্তাকর্ষক ভাষা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই। এর প্রাঞ্জলতা, সাবললীতা, ভাবগাম্ভীর্য, নান্দনিকতা, সৃষ্টিশীলতা ইত্যাদি সবকিছুই এ ভাষাকে পৃথিবীর অন্যসব ভাষা থেকে স্বতন্ত্র মহিমায় দেদীপ্যমান করে রেখেছে। সুতরাং মর্যাদার দিক থেকে অন্যান্য ভাষার চেয়ে আরবি ভাষার গুরুত্ব অনেক বেশি। এমন মর্যাদাপূর্ণ ভাষার যথাযথ পরিচর্যা ও প্রয়োগ করতে হবে। তাই আরবি ভাষা, কুরআন হাদিসের ভাষা, অহির ভাষা শিক্ষায় মনোযোগী হওয়া আমাদের প্রধান ও মৌলিক কাজ এবং নৈতিক ও দীনি দায়িত্ব।

কুরআন ও হাদিসের মাধ্যমে যেই ভাষা অনন্য শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে, তার শুদ্ধ প্রয়োগ এবং বিশুদ্ধ উচ্চারণে গুরুত্ব দিতে হবে। বিকৃতি থেকে একে রক্ষা করতে হবে। আরব দেশগুলোর তত্ত্বাবধানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, বিশেষত মুসলিম দেশগুলোতে আরবি ভাষা ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। বিভিন্ন আয়োজন এবং সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে তাদের আরবির প্রচার প্রসারে কাজে লাগাতে হবে। যত্নের সঙ্গে আরবি শুদ্ধভাবে শিখতে হবে, বলতে হবে, লিখতে হবে। এ ভাষাকে চির সজীব রাখতে সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। কারণ, এ ভাষা আরব জাতি ও মুসলিমদের শুধু প্রিয় ভাষা নয়; বরং তাদের আত্মপরিচয়।

তুলনামূলকভাবে বিদেশি ভাষাগুলোর মধ্যে আরবি ভাষা অনেক সহজ। সামান্য উদ্যোগ নিলে মানুষের জন্য আরবি ভাষা শেখার সহজ পথ ও পন্থা বের করা সম্ভব। তাই শিক্ষার সর্বস্তরে আরবি ভাষার অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন।

বর্তমান বিশ্বে আরবি ভাষার অবস্থান, গুরুত্ব ও মর্যাদার কথা ভেবে সরকার ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উচিত হবে ব্যবসায়-বাণিজ্যসহ অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে ভাষাগত দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে আরবি ভাষা চর্চার প্রতি গুরুত্ব দেয়া। সাথে সাথে আরবি পত্রপত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে আরব বিশ্বের সামনে দেশের ভাবমর্যাদাকে উজ্জ্বল করা।

রেফারেন্স

১। ইসলামে আরবী ভাষা, এর গুরুত্ব ও উম্মতের পুনঃজাগরনে এর ভূমিকা।

২। আরবি ভাষার প্রয়োজনীয়তা, তরিকুল ইসলাম , আলোকিত বাংলাদেশ,১৮ ডিসেম্বর, ২০২২

৩। আরবি ভাষার গুরুত্ব। মুনশি মুহাম্মদ উবায়দুল্লাহ।দৈনিক ইত্তেফাক, ডিসেম্বর, ২০২১

৪। ধ্রুপদী আরবি। Available at:

https://en.wikipedia.org/wiki/Classical_Arabic

৫। আরবি ভাষা শেখায় মহানবী (সা) যেভাবে উৎসাহ দিয়েছেন। মো. হারুনুর রশীদ, কালের কন্ঠ, ১৮ ডিসেম্বর, ২০২১

৬। সিবাওয়েহ। Available at: https://bn.wikipedia.org/wiki

৭। Available at: https://bn.wikipedia.org/

৮। ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৪, পৃ ১৭৪- ১৮১

৯। আরবি ভাষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা। মুফতি কাজী সিকান্দার। সোনালী নিউজ, ডিসেম্বর, ২০২০।

১০। মাসবুকুজ জাহাব ফি ফাদলিল আরব ওয়া শারফুল ইলমি আলা শারফিন নাসবি : ১/৯

১১। ইকতিদাউস সিরাতিল মুসতাকীম, ইবনু তাইমিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ২০৭

১২। মাফাহীম, তাকী উদ্দীন আন-নাবহানী, পৃষ্ঠা ৪৭

১৩। আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনু কাছীর, ৮ম খ-, ৩৪৩ পৃষ্ঠা

১৪। বৈশ্বিক পরিমন্ডলে আরবি ভাষার গুরুত্ব। মাওলানা মুহাম্মদ মুনিরুল হাছান ।কালের কন্ঠ, ১৭ মার্চ, ২০২৪।

১৫। আল-বায়হাকী, শুআব আল-ঈমান খণ্ড ৪ পৃ. ১৮৭১

১৬। যখন পৃথিবীতে আরবি ভাষার আধিপত্য ছিল। তাজুল ইসলাম, কালের কন্ঠ ,১৬ অক্টোবর, ২০২০

১৭। মাফাহীম, তাকী উদ্দীন, আন-নাবহানী, পৃষ্ঠা ১

১৮। সিরাতের আলোকে আরবি ভাষা শেখার পদ্ধতি। কালের কন্ঠ, মোঃ হারুনুর রশীদ

ডিসেম্বর, ২০২১।

১৯। আন্তর্জাতিক আরবি ভাষা দিবস ও বাংলাদেশে আরবি চর্চা। মুফতি মাহফুযুল হক, বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম । ডিসেম্বর, ২০১৬

২০।বিশ্ব অর্থনীতিতে আরবি ভাষার গুরুত্ব। আবদুর রউফ, মার্চ, ২০২১, প্রতিদিনের সংবাদ।

২১। আরবিই পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা , ফেব্রুয়ারি, ২০১৭। দৈনিক ইনকিলাব।

২২। ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৪, পৃ ১৭৪।

২৩। ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৪, পৃ ১৭৪- ১৮